গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ইউরোপজুড়ে বিক্ষোভ

সারে-জমিন

বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, তালা ঝোলাল পঞ্চায়েতে

সাধারণ

নতুন ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার একটাই স্বপ্ন মৈত্রী

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৪: শেষ মুহূর্তের অঙ্ক মকটেস্ট

স্টাডি পয়েন্ট

বিশাখাপত্তনম টেস্টে ১০৬ রানে জিতে সিরিজে সমতা ভারতের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
২১ মাঘ ১৪৩০
২৪ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 36 ■ Daily APONZONE ■ 6 February 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

শেষ মুহূর্তে মমতার দিল্লি সফর বাতিল, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

আপনজন ডেস্ক: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার তাঁর রাজ্য বাজেট সম্পর্কিত দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করে শেষ মুহূর্তে তাঁর দিল্লি সফর বাতিল করলেন। এমনকি তার দল ও সরকারের অনেককেই অবাক করে দিয়েছিল কারণ তিনি গত সপ্তাহে বাজেট অধিবেশনের সময়সূচি জানতেন যখন তিনি দু'দিনের সফরের পরিকল্পনা করেছিলেন।

তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তিনি দিল্লি সফর বাতিল করেছেন, যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বিতর্কিত এক দেশ-এক নির্বাচন নীতি নিয়ে আলোচনার জন্য কেন্দ্রের ডাকা বৈঠকে যোগ দেওয়া।

সোমবার দুপুরে নবান্নে সাংবাদিকদের মমতা বলেন, ৮ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় বাজেট পেশ করা হবে, আর মাত্র দু'দিন বাকি। ওই জরুরি অবস্থার কথা মাথায় রেখে আমি সফর বাতিল করছি," ততক্ষণে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দিল্লি পৌঁছে গিয়েছে। বিমানবন্দর সূত্র নিশ্চিত করেছে যে শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হয়েছিল। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে বিকেল ৪টায় তার বের হওয়ার কথা ছিল। বিকেল সাড়ে ৪টায় পাইলট এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে জানান, বিকেল ৫টায় চার্টার্ড ফ্লাইটটি উড্ডয়ন করবে এবং ছাড়পত্র চায়। বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়, আজ তিনি যাবেন না।

মমতা নবান্নে একটি ব্যস্ত দিন কাটিয়েছিলেন, প্রায় বিকেল তিনটে থেকে মন্ত্রিসভার ২০ মিনিটের বৈঠকের সভাপতিত্ব করেছিলেন, তারপরে তিনি জল জীবন মিশনের তদারকির জন্য নবগঠিত একটি পর্যবেক্ষণ কমিটির সাথে বৈঠক করেছিলেন, যার অধীনে ১.৭৭

লক্ষ গ্রামীণ পরিবারকে পাইপযুক্ত জল দেওয়া হবে। এরপর মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা এবং আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি।

সূত্রের খবর, বিকেল চারটে নাগাদ জানা যায়, তিনি যাচ্ছেন না। বিকেল ৪.৪০ নাগাদ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে মমতা নিজে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন এবং বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একতরফা ব্রিফিং হয়।

ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দীর্ঘ কথা বলেছেন, যিনি একযোগে ভোটের প্রস্তাব খতিয়ে দেখছেন এমন উচ্চ পর্যায়ের কমিটির প্রধান। গত মাসে তিনি এই নীতির বিরোধিতা করে কমিটিকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। তিনি বলেন, আমি ওঁকে (কোবিন্দ) জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমাদের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠানো ঠিক হবে কিনা। তিনি বলেছিলেন অসুবিধা নেই। মমতা তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন।

তৃণমূল সূত্রের খবর, বাজেটের অজুহাতটাই আসল দিল্লি না যাওয়ার কারণ কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তৃণমূল সূত্র জানিয়েছে, বাজেট অধিবেশন কবে হবে তা সবাই জানে।

বৃহস্পতিবার বাজেট পেশ হলেও বাজেটে এমন কিছু নেই যার জন্য কলকাতায় তাঁর শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। এর (সফর বাতিল) সঙ্গে অন্য কিছু আছে।

তৃণমূলের একাধিক ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, বিজেপির বিতর্কিত নির্বাচনী প্রকল্পের 'অর্থহীন' বৈঠকে যোগ দিতেই এই সফর নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে দলীয় সূত্রের খবর, মমতা সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন না। পরিবর্তে, (আপ প্রধান) অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো আরও কিছু ইন্ডিয়া জোটের ভিন্নমতাবলম্বীদের সাথে দেখা করার কথা ছিল। তা হলে বিজেপি বিরোধী শক্তি হিসেবে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে আরও প্রশ্ন উঠত, কারণ সিপিএম এবং (রাজ্য) কংগ্রেস সর্বদা ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইত রাজনীতির প্রশ্ন তুলে।

তৃণমূলের প্রবীণ একাধিক সদস্য আরও একটি সম্ভাব্য কারণের কথা উল্লেখ করেছেন: দলে চলমান তরুণ-প্রবীণ ক্ষমতার লড়াই, মমতার ভাইপো এবং উত্তরাধিকারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দিল্লি সফরে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেকের ১৮৩ সাউথ অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে থাকাটা রুটিনে পরিণত করেছেন মমতা। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তৃণমূলের কলকাতা ধর্না থেকে বিতর্কিতভাবে দূরে থাকায় গত কয়েকদিন দিল্লিতে ছিলেন অভিষেক।

তৃণমূল সূত্র জানায়, মমতা কখন সিদ্ধান্ত নিলেন, আজ রাতে ফিরবেন নাকি পরে আসবেন, তা বিকেলে স্পষ্ট ছিল না। তাদের বর্তমান স্নায়ুযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার সাথে সেখানে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নতুন বঙ্গভবনেও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতে বিতর্ক সৃষ্টি হত।

পুরাতন ও নতুনের মধ্যে সমন্বয়বাদী এক তৃণমূলের সূত্র বলেন, দলের মধ্যে বিভ্রান্তির মধ্যে মমতা শহর ছাড়তে চান না। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে তা নিয়ে দলে অসন্তোষ বাড়ছে, যা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে পুরোপুরি নিমজ্জিত হচ্ছে। প্রদেশ কংগ্রেসের অভিযোগ, সংসদের চলতি অধিবেশন এবং জাতীয় বিরোধীদের আন্দোলন কর্মসূচির মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না।

প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় বলেন, 'দিদির দাদারা (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ) যদি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন? গত কয়েকদিনে ইন্ডিয়া জোটকে ভেতর থেকে অন্তর্ঘাত করার জন্য এত ভালো পারফরম্যান্সের পর তিনি ঝুঁকি নিতে চাননি।

তিনি বলেন, এটা হাস্যকর, এই বাজেটের অজুহাত।

সিপিএম কার্যত কংগ্রেসের প্রতিধ্বনি করে বলেছে যে বিজেপির "ট্রোজান হর্স" হিসাবে ইন্ডিয়া জোটকে দুর্বল করার চেষ্টায় মমতা তার "দিল্লির কর্তাদের" যথেষ্ট প্রভাবিত করেছেন। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের এজেন্ট হিসেবে তিনি যথেষ্ট ভালো কাজ করছেন। এই মুহূর্তে 'সেটিং' আরও সংহত করার দরকার নেই।

প্রথম নজর

রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই শুরু বিধানসভার বাজেট অধিবেশন

আপনজন ডেস্ক: রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের প্রথাগত ভাষণকে পাশ কাটিয়ে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে, যা রাজ্য এবং রাজভবনের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ককে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। প্রথা অনুযায়ী, অধিবেশন শুরু হয় রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে, পরের দিন শোকবার্তা দিয়ে। সংসদেও একই সময়সূচি অনুসরণ করা হয়, যেখানে ৩১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম মেনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উভয় কক্ষের সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং পরের দিন অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হয়। বাংলায় অবশ্য বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে শুধু শোকবার্তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই অধিবেশন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত সম্ভবত আরও এক দফা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান বলেন, এটা অনৈতিক। প্রথা অনুসারে, রাজ্যপালের ভাষণের পরে - যা সরকার প্রস্তুত করে এবং রাজভবনে প্রেরণ করেন। ট্রেজারি এবং বিরোধী বেঞ্চের আইনপ্রণেতারা একটি আলোচনা করেন যার পরে পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট বা "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" রাখা হয়। এবার রাজভবনে এমন কোনও ভাষণ পৌঁছয়নি বলে জানা গিয়েছে।

৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বাজেট পেশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় বামফ্রন্টের প্রাক্তন নেতা তথা সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, এটা নজিরবিহীন। তারা ২০২১ সালেও একই জিনিস করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় (বর্তমানে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি) হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং নিশ্চিত করেছিলেন যে তাদের পরিকল্পনা লাইনচ্যুত হয়েছে। সংবিধানের ২০২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাজ্যপাল প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের কারণ বিধানসভায় বা রাজ্যের বিধানসভার কক্ষে উপস্থাপনের জন্য সেই বছরের জন্য রাজ্যের আনুমানিক প্রাপ্তি এবং ব্যয়ের একটি বিবৃতি পেশ করবেন, এই অংশে "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" হিসাবে উল্লেখ করা হবে। এর ব্যাখ্যা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। রাজ্যের সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আগের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করা হয়েছিল, স্থগিত করা হয়নি।

যথেষ্ট হয়েছে, আর কোনও মসজিদ ছাড়ব না, হুঁশিয়ারি ওয়াইসির

আপনজন ডেস্ক: অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এআইএমআইএম) প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সোমবার বলেছেন, মুসলিম পক্ষ হিন্দুদের কোনও মসজিদ আর ছেড়ে দেবে না। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, তারা আদালতে আইনি লড়াই চালাবেন।

ইন্ডিয়া টুডে টিভির সাথে একান্ত কথোপকথনে, ওয়াইসি জ্ঞানবাপী কমপ্লেক্স নিয়ে চলমান আদালতের মামলা এবং মসজিদের নীচে একটি মন্দিরের অস্তিত্ব নিয়ে হিন্দু পক্ষের দাবি সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি বলেন, যথেষ্ট হয়েছে, আমরা আর কোনও মসজিদ দেব না। আমরা আদালতে লড়াই করব। যদি অন্য পক্ষ ৬ ডিসেম্বর করতে চায়, আমরা দেখব কী হয়। আমরা একবার প্রতারিত হয়েছি। আমরা আর প্রতারিত হব না। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ষোড়শ শতকের বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয় উন্মত্ত জনতা।

জ্ঞানবাপি মসজিদের দক্ষিণ সেলারে একজন হিন্দু পুরোহিত প্রার্থনা করতে পারবেন বলে গত সপ্তাহে রায় দেয় বারাণসী আদালত। জ্ঞানবাপি মামলা নিয়ে ওয়াইসি বলেন, আমি স্পষ্টভাবে বলছি যে এটি শেষ হবে না। আমরা আইনিভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমাদের কাছে কী নথি আছে আমরা আদালতকে দেখিয়ে দেব।

ক্ষমতায় এলে ৫০ শতাংশ ঊর্ধ্বসীমা তুলে দেবে 'ইন্ডিয়া': রাহুল

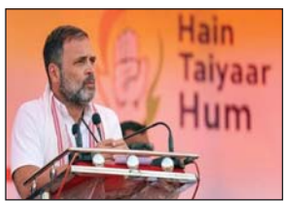

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সোমবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে লোকসভা নির্বাচনের পরে ইন্ডিয়া জোট কেন্দ্রে সরকার গঠন করলে দেশব্যাপী জাতিভিত্তিক জনগণনা এবং সংরক্ষণের ৫০ শতাংশের ঊর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার করা হবে। তাঁর আরও অভিযোগ, আদিবাসী মন্ত্রী হওয়ায় ঝাড়খণ্ডে জেএমএম-কংগ্রেস-আরজেডি সরকারকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বিজেপি।

রাঁচির শহিদ ময়দানে এক জনসভায় রাহুল বলেন, জোটের সব বিধায়ক চম্পাই সোরেনজিকে অভিনন্দন জানাতে চাই যে তাঁরা বিজেপি-আরএসএস ষড়যন্ত্র বন্ধ করেছেন এবং গরিবের সরকারকে রক্ষা করেছেন।

রাহুল দাবি করেছিলেন যে দলিত, আদিবাসী, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিকে (ওবিসি) বন্ডেড শ্রমিক করা হয়েছিল এবং বড় সংস্থা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ এবং আদালতে তাদের অংশগ্রহণের অভাব ছিল।এটাই ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে দেশে জাতিভিত্তিক জনগণনা করা।

বিদ্যমান বিধানের অধীনে ৫০ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ দেওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করে রাহুল প্রতিশ্রুতি দেন, ইন্ডিয়া জোট দেশের ক্ষমতায় এলে সরকার সংরক্ষণের ৫০ শতাংশের ঊর্ধ্বসীমা 'তুলে দেবে'।

দলিত ও আদিবাসীদের সংরক্ষণে কোনও কমতি হবে না। আমি

আপনাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি যে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণি তাদের অধিকার পাবে। এটাই সবচেয়ে বড় ইস্যু, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায়ই বলতেন, তিনি একজন ওবিসি, কিন্তু যখন জাতিগত জনগণনার দাবি করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন যে কেবল দুটি বর্ণ রয়েছে - ধনী এবং দরিদ্র।

রাহুল বলেন, যখন ওবিসি, দলিত, আদিবাসীদের অধিকার দেওয়ার সময় এল, তখন মোদিজি বলেন কোনও জাতপাত নেই এবং যখন ভোট পাওয়ার সময় আসে, তখন তিনি বলেন যে তিনি একজন ওবিসি।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় চম্পাই সোরেনের নেতৃত্বাধীন সরকার আস্থা ভোটে জেতার পরেই বিজেপির সমালোচনা করে রাহুল অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকারকে সরানোর চেষ্টা করেছে কারণ তারা মেনে নিতে পারছে না যে একজন আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী আছেন। রাহুলের অভিযোগ, বিরোধী শাসিত সব রাজ্যেই ওরা (বিজেপি) গণতন্ত্র, সংবিধানকে আক্রমণ করছে এবং মানুষের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে।

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত
জাইদুল হক

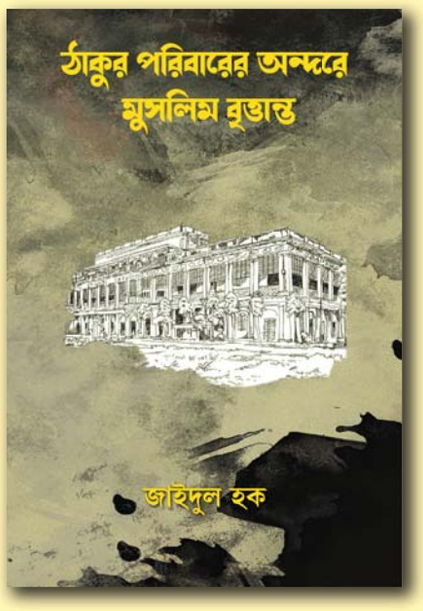

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

ব্যাণ্ড ফকিরের
জুমলাবাজি
ড. দিলীপ মজুমদার

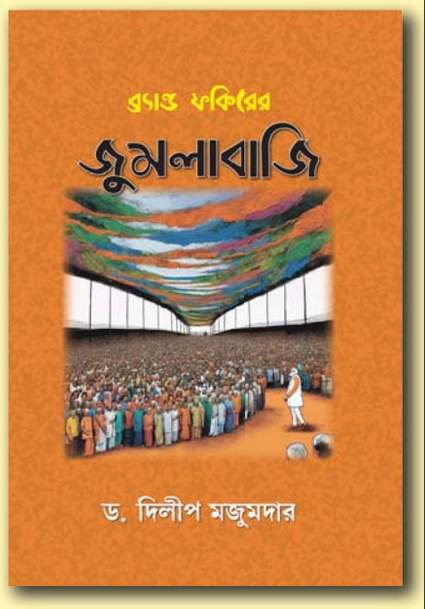

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

বাকচর্চা
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট
ফোন: ৭৮৯০১৪০৯৭৯ (সালমান হেলাল)

Since 2011

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০
rimexsteelandironofficial@gmail.com

প্রথম নজর

হকার উচ্ছেদ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ রামপুরহাটে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম রামপুরহাট রেল স্টেশন চত্বরে থাকা হকারদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে সোমবার বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পুনর্বাসনের দাবিতেই মূলত তাদের এই বিক্ষোভ বলে জানা যায়।হকারদের দাবি রামপুরহাট রেল স্টেশন চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে তারা ব্যবসা করে আসছেন। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে রেল কতৃপক্ষ হঠাৎ তাদের উচ্ছেদ করে দিচ্ছে।সেই ঘটনার প্রতিবাদে স্টেশন চত্বরে ব্যাবসায়ী থেকে শ্রমিকরা দলবদ্ধ ভাবে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত আইএনটিটিইউসি হকার ইউনিয়নের সভাপতি আঙ্গুর সেখ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় হকাররা স্টেশন চত্বরে ব্যবসা করে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।এখান ব্যাবসায় বহু পরিবার জড়িত। রোজগার বন্ধ হয়ে গেলে বহু পরিবারকে অনাহারে দিন কাটাতে হবে।এদিন বিক্ষোভ সামাল দিতে আরপিএফ বাহিনী স্টেশন চত্বরে হাজির হন। পরে আইএনটিটিইউসি নেতৃত্ব রেল আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন এবং হকারদের নানান সমস্যার কথা তুলে ধরেন ও তাদের দাবির কথা জানানো হয় বলে ইউনিয়ন সূত্রে জানা যায়।

রক্তদান শিবির ও গুণীজন সংবর্ধনা

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: রবিবার চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত ভগবতীপুরে ম্যানকাইন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রক্তদান শিবির।
আনুমানিক ৪০০ জন রক্তদাতা এই রক্তদান শিবিরে রক্ত দান করেছেন। ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শেখ মোফাজ্জেল জানান ১২০০ মশারি এবং ৬০০ কম্বল দান করা হয়েছে সেই সঙ্গে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের জন্য ক্রাচ,ওয়াকার বিতরণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে এও জানিয়েছেন ভগবতীপুর নবাবপুর এবং কুমিরমোড়া অঞ্চলের সকল আশা কর্মীসহ গুণীজনদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু, ১৬ দফা নির্দেশিকা জারি

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার থেকে শুরু হল রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। প্রথা মাফিক শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর প্রথম দিনের অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। স্পিকার বিধান বন্দোপাধ্যায় সাম্প্রতিক কালে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তি দের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। পরে সকল সদস্যরা এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। যাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় তারা হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল কাইয়ুম মোল্লা, নারায়ণ বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক অনুপ ঘোষাল চিত্ত রঞ্জন রায়, মহারানী কোনার,মির কাশেম মোল্লা ,উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী উস্তাদ রশীদ খান এবং কবি দেবারতি মিত্র। সংসদে স্মোক ক্যান কাণ্ডের প্রেক্ষিতে রাজ্য বিধানসভার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। বিধানসভার মেন গেটে বসানো হয়েছে অত্যাধুনিক স্ক্যান যন্ত্র। প্রত্যেক বিধায়ক ও মন্ত্রীদের গাড়িতে বিশেষ চিপ লাগানো হচ্ছে। বিধানসভায় ঢোকার আগে সমস্ত গাড়ি স্ক্যান করা হবে। বিধানসভার নিরাপত্তায় ষোলো দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
বিধানসভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রথমেই রয়েছে একটি বুম ব্যারিয়ার। তারপরেও দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট গেটে আলাদা করে দেহ তল্লাশি করা হচ্ছে।
দর্শনার্থীদের দুই ঘন্টার বেশি থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। এর বেশি সময় বিধানসভা চত্বরে থাকলে প্রয়োজনে পুলিশি পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে হতে পারে। মূল অধিবেশন কক্ষে মোবাইল ফোন, ট্রানজিস্টর বা কোনরকম ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
সকলে যাতে নিয়ম মেনে নির্ধারিত গেট দিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করেন তা দেখা হচ্ছে।বিধানসভার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য, শাসক দলের মুখ্য সচেতক, উপমুখ্য সচেতক এবং রাজ্য সরকারের সচিবরা প্রবেশ করবেন ৬ নম্বর গেট দিয়ে।নিজস্ব পরিচয়পত্র দেখিয়ে বিধানসভার এক নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন বিধানসভার স্টাফ বা কর্মীরা, বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মীরা। এছাড়া ভিজিটরস বা অতিথিরাও সঠিক অনুমতিপত্র দেখিয়ে এই এক নম্বর গেট দিয়েই বিধানসভায় প্রবেশ করবেন। দুই নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন বিরোধী দলনেতা, বিরোধীদলের মুখ্য সচেতক, বিরোধী দলের বিধায়করা এবং সাংবাদিকরা। সদস্যদের সঙ্গে আসা ভিজিটরদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এক নম্বর গেট।

ফের ভুয়ো অফিসার গ্রেফতার মেমারিতে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: আবার ৪ জন অফিসার ধরা পড়লো মেমারিতে। যাদের মধ্যে একজন রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের অফিসার, একজন আরপিএফ ও দুজন গ্রুপ ডি কর্মী। শনিবার রাতে মেমারি থানার অন্তর্গত পালসিট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় চারজনকে। মেমারি থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃতরা শনিবার রাতে একটি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লেখা নীলবাতি দেওয়া চারচাকা সাদা স্কোরপিও গাড়ী পালসিট টোলপ্লাজা পাড় করে । টোলপ্লাজার কিছুটা দূরে রাস্তায় ওভারটেক করা নিয়ে একটি জায়গায় স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয়দের সন্দেহ হলে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। মেমারি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তাদরে অসংলগ্ন কথা বার্তার ফলে তাদেরকে থানায় নিয়ে আসা হয়। তল্লাসি চালানোর পর তাদের কাছ থেকে কেন্দ্র সরকারের অফিসারের ভুয়ো পরিচয়পত্র ও বেশ কিছু সন্দেহজনক নথিপত্র পাওয়া যায়।
এছাড়াও তাদের কাছে পাওয়া যায় একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ চার রাউন্ড গুলি। পুলিশ সূত্রে জানা যায় উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা ধৃত সন্দীপ বিশ্বাস ভারতীয় রেলের কমার্শিয়াল ও ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের আই আর টি এস এর ভুয়ো অফিসার ও রেলওয়ে কর্মী নিয়োগের বোর্ডের সদস্য, বারাসাতের বাসিন্দা শুভম রায় ভুয়ো আর পি এফ এর ড্রেস পড়ে ভুয়ো আর পি এফ অফিসার সেজেছিলেন। এছাড়াও মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা শুভম রায় ও কবিরুল আলি ভুয়ো গ্রুপ ডির সরকারী কর্মী বলে পরিচয় দিয়ে নীলবাতি লাগানো ও ভারত সরকার লেখা সাদা গাড়ি নিয়ে ঘুরছিল। ধৃত চারজনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারা রুজু করা হয়েছে।

বনগাঁ হাসপাতালে রোগীর বাড়ির লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ হাসপাতালে রোগীর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ। দালাল চক্রর অভিযোগ অস্বীকার হাসপাতালের।ওষুধ ফেরত চাওয়ায় রোগীর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠল বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে।
হাসপাতালে দালাল চক্র সক্রিয় দাবি পরিজনদের।
গত শনিবার রাতে বনগাঁর জয়পুর এলাকার বাসিন্দা অশোক অধিকারী তার অসুস্থ স্ত্রীকে ভর্তি করেছিলেন বনগাঁ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। অশোক বাবুর স্ত্রীর নাম মিনতি অধিকারী। তিনি বমি ও পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। অশোক বাবুর অভিযোগ স্ত্রীকে ভর্তি করার পর হাসপাতাল থেকে ছটি ইনজেকশন বাইরে থেকে কিনতে বলা হয়। তা কিনে দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারি তিনটি ইনজেকশন তাকে দেওয়া হয়নি। ওষুধের হিসেব জানার জন্য বারবার আবেদন করলেও আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় । বিষয়টি নিয়ে অশোক বাবু হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বারুই এর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়েছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে একই স্কুলের তিনজন মাধ্যমিকের পরীক্ষায়

নকীব উদ্দিন গাজী ● কাকদ্বীপ

আপনজন: শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গে নিয়েই জীবনের বড় পরীক্ষায় বসল কাকদ্বীপের সঞ্চিতা গিরি, সুজয় দাস ও মুক্তা দাসেরা। তিনজনই কাকদ্বীপের অক্ষয় নগর জ্ঞানদাময়ী বিদ্যাপীঠের পড়ুয়া। এবছর তাদের মাধ্যমিকের সিট পড়েছে অক্ষয় নগর কুমোরনারায়ণ হাই স্কুলে। অক্ষয় নগর গ্রামের বাসিন্দা সঞ্চয়িতার উচ্চতা মেরে কেটে এক থেকে দেড় ফুট। ওজন ১৫ কিলোগ্রামের মতন। জন্ম থেকেই অসুখ-বিসুখে জর্জরিত। অভাবের সংসারে যথাযথ চিকিৎসাও মেলেনি। তবু অদম্য জেদে সে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে অন্যান্য স্বাভাবিক পরীক্ষার্থীদের মতনই। সঞ্চয়িতার বাবা পেশায় দিনমজুর দিন আনে দিন খায় তারমধ্যেই মেয়ের এই অদম্য ইচ্ছা জন্য বাবা যতটুকু সামর্থ্য সবটাই দিয়েই মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন সঞ্চয়িতা দাদা কোলে বা মার কোলে করেই পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাচ্ছে সঞ্চয়িতা কারণ সে চলাফেরা করতেই পারেনা সঞ্চয়িতার ইচ্ছা আর পাঁচটা স্বাভাবিক ছাত্র-ছাত্রীদের মতনই তিনি পরীক্ষা দেবেন সেই মতন কোন সাহায্য কারোর থেকে নিতে চান না। সঞ্চয়িতা পড়াশোনার পাশাপাশি খুব সুন্দর ড্রইংও করে এবারে জেলায় প্রতিবন্ধীদের অংকন প্রতিযোগিতায় সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সঞ্চিতা চায় পড়াশোনার পাশাপাশি বড় হয়ে সে চিত্রশিল্পী হবে।
অন্যদিকে কাকদ্বীপের বাসিন্দা ছাত্রী মুক্তা দাস, মুখ ও বধির। ছোটবেলাতেই এই প্রতিবন্ধকতা ধরা পড়ে তার। অনেক চিকিৎসা করেও মেলেনি কোন সুরাহা। মেয়ের লেখাপড়া নিয়ে সংশয় ছিল পরিবারের লোকজনের। তবে হাল ছাড়েনি মুক্তা। পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে নিজের উদ্যোগেই। সেও এবার স্বাভাবিকের মতোই পরীক্ষা দিচ্ছে জীবনের বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক। অন্যদিকে মুক্তার কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হলেও হাতের লেখা নাকি অত্যন্ত সুন্দর। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা বলেন মুক্তা খুব সুন্দর লেখে যথেষ্ট হাতের লেখা মান আছে এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষার মুক্ত অনেক ভালো ফল করবে এমনটাই আশাবাদী স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা
সুজয় দাস জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ হাঁটাচলা করতে পারেনা। লাঠি ধরে চলাফেরা করতে হয়। ছোট থেকেই স্নায়ুর সমস্যা। তিনবার অস্ত্র প্রচার হয়েছে। সুজয়ের বাবা পেশায় একজন মৎস্যজীবী। অনেক কষ্ট করে অভাবের মধ্যেই পড়াশোনা করতে হয়েছে সুজয় কে। কিন্তু তার মধ্যেও জীবনের অদম্য জেদের কাছে হার মেনেছে প্রতিবন্ধকতা। তবে এই বিষয়ে অক্ষয় নগর জ্ঞানদাময়ী বিদ্যাপীঠের সহকারী শিক্ষক জানায় আমরা গর্বিত তাদের এই অদম্য ইচ্ছার কাছে। আর পাঁচজনের মতোই তারা স্বাভাবিকের মতো পরীক্ষা দিচ্ছে এবং আশানুরূপ ফলও করবে । স্কুলের মান উজ্জ্বল করবে এই তিন ছাত্র ছাত্রী।

চোরাশিকারিদের উপযুক্ত সাজার দাবি জানালেন কর্মাধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: চোরাশিকারি ছক বানচাল করল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা বনদপ্তর। দু'টি জায়গায় পৃথক পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে প্রায় দু'হাজার কচ্ছপ ও মাথার হাড় সহ হরিণের সিং। পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা বনদপ্তর।
সম্প্রতি বনগাঁ এলাকায় থেকে কচ্ছপ পাচারের অভিযোগ আসে বনদপ্তরের কাছে। বেশ কিছুদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে গোপনে তদন্ত চালাচ্ছিল জেলা বনদপ্তর।
অবশেষে শনিবার রাতে বিশ্বস্ত সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে গোপালনগরে হানা দেয় বনদপ্তরের কর্মীরা। দু'টি জায়গায় হানা দিয়ে ১৪৫০টি কচ্ছপ উদ্ধার করেছে তারা।
এগুলির মোট ওজন প্রায় ১৬০০ কেজি। যার আনুমানিক কয়ে লক্ষ টাকা। এই চক্রে জড়িত বাপ্পা হালদার ও সমীর মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
রাতেই বনদপ্তরের অন্য একটি দল হানা দিয়েছিল মছলন্দপুর এলাকায়। সেখানেও দপ্তরের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল ছোট প্রজাতির হরিণের মাথার হাড় ও সিং পাচার হবে। সেই ছকও বানচাল করেছে তারা। উদ্ধার হয়েছে তিনটি বিরল ছোট প্রজাতির হরিণের মাথার হাড় সহ সিং। সেখানে মনোরঞ্জন সরকার নামে এক চোরাশিকারি কে গ্রেপ্তার করেছে বনদপ্তর। দু'টি ঘটনাতেই গ্রেপ্তার তিনজনকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে বনদপ্তর। জেলা বন আধিকারিক রাজু সরকার বলেন, উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ বা হরিণের মাথা সহ সিং অন্য জায়গা থেকে এসেছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইছে পুলিস। কিছু কচ্ছপ ছিল মৃত, তবে অধিকাংশ জীবিত। উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বনদপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন, তৎপরতার সঙ্গে এই অভিযানটি সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে তার পুরো কৃতিত্বই বনকর্মীদের। তাই তাদেরকে ধন্যবাদ জানান।

ভিনরাজ্যে পালিয়ে ঠাঁই অনাথ আশ্রমে, যুবকের বাড়ি ফেরা ৩ বছর পর

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার চাপড়ায় হারানো ছেলেকে ফিরে পেলেন মা এবং ছেলে– মাঝে বিচ্ছেদের তিন বছর। সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ সেই ঘর-হারানো ছেলেবেলাটাই ফিরে এল আব্দুল্লাহ মন্ডল পায়ে পায়ে। বিস্ময়-অভিমান এবং অনর্গল কান্না শেষে একুশে বছরের যুবক বলছেন, ''ঘরের মতো আর কিছু হয়, আর কোথাও যাব না! অভিমান এবং কান্না শেষে উনিশ বছরের সমর্থ যুবক বলছেন, ঘরের মতো আর কিছু হয়, আর কোথাও যাব না!'' কয়েক মাস ধরেই মহারাষ্ট্রের রাস্তায় দেখা যাচ্ছিল অচেনা মুখটা। পাগলের মতো কী যেন খুঁজছেন। স্থানীয় লোকজন তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে একটি আশ্রমে রেখে দেয়। পরিবারের পক্ষ থেকে চাপড়া থানায় হারিয়ে যাওয়া ডাইরি করে। তিন বছর আগে পরিবারে হাল ধরতে ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিল আব্দুল্লাহ্ বয়স তখন উনিশ বয়স বাবা সিরাজুল মণ্ডল সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানো অবস্থা। পেটের জ্বালা বড় কষ্ট বাবা মার কষ্ট কথা শুনে বন্ধুর সঙ্গে পাড়ি দিয়েছিল আব্দুল্লাহ্ মহারাষ্ট্রের একটি হোটেলে। হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজে নামে। হঠাৎ ছেলে খোঁজ মিলছে না দাবি মা ছালিয়া বিবি মণ্ডল অনেক খোঁজাখুঁজি করছি খোঁজাখুঁজি কম হয়নি। পুলিশে নিখোঁজ ডায়েরি থেকে পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের উদ্যোগে মাইকে প্রচার– বাদ যায়নি কিছুই। মা বলছেন, ''শেষে উপরওয়ালার উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। আজ খোদা বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন। সোমবার সকালে চাপড়া থানার বড় বাবু ফোন করে বলছে আপনার ছেলেকে খোঁজে পাওয়া গেছে থানায় দেখা করনে। চাপড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আই সি অনিন্দ্য মুখার্জী জানান, অনেক চেষ্টার করে মহারাষ্ট্রের একটি অনাথ আশ্রমে তার খোঁজ মেলে এবং আব্দুল্লাহ পরিবারকে ফোন করে তার ছেলে আমার নিয়ে এসছি এবং তার মায়ে হাতে তুলে দিয়েছি হারানো ছেলেকে হাতে পেয়ে খুব খুশি মা ছালিয়া বিবি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ ছাত্রী

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন হটাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল পরীক্ষার্থী। ছাত্রজীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় একটি পরীক্ষা দিতে না পারলে হয়ত নষ্ট হয়ে যেতে পারত একজন পরীক্ষার্থীর ভবিষৎ। কিন্তু, সেন্টার কর্তৃপক্ষ , পুলিস প্রশাসন এবং হাসপাতালের তৎপরতায় পরীক্ষা দিতে পারল ছাত্রী।
ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কেশপুরের ঝোঁতলা শষিভূষণ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুপ্রিয়া বর। এবার তার পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে ধলহারা পাগলিমাতা উচ্চ বিদ্যালয়ে। আজ ছিল ইতিহাস পরীক্ষা। বিশেষ সূত্রে জানা যাচ্ছে, পরীক্ষা চলাকালীন আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ে সুপ্রিয়া। তখনও পরীক্ষা সবেমাত্র ৪৫ মিনিট হয়েছে। দেরি না করে তাকে তড়িঘড়ি সেন্টারে থাকা স্বাস্থ্যের টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তারপরেই কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসন।হাসপাতালের একটি আলাদা ঘরে পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে সম্পন্ন হয় ওই ছাত্রীর পরীক্ষা।

আলিফ সংঘের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাকপুর

আপনজন: মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবক আলিফ সঙ্ঘের ১ম বর্ষ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল রবিবার। সংখ্যালঘু অধ্যুসিত মুসলিম এলাকায় রক্তদান কর্মসূচি তে মুসলিম মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। ৬০ জন রক্তদাতাদের মধ্যে ৪০ জন ই মহিলা। এদিন রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন জগদ্দল বিধানসভার বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, বারাকপুর- ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী মৌমিতা দে, মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রিয়াংকা মালাকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী পার্থ সারথি পাত্র, সনৎ দে, বিষ্ণু অধিকারী। ছিলেন ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক আয়ুব আলি, সভাপতি দুলু হোসেন, সম্পাদক শেখ নওসাদ আলি এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট বর্গ ও ক্লাবের সদস্যগণ।

বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে এসে দিঘায় গণধর্ষণের শিকার মহিলা পর্যটক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দিঘা

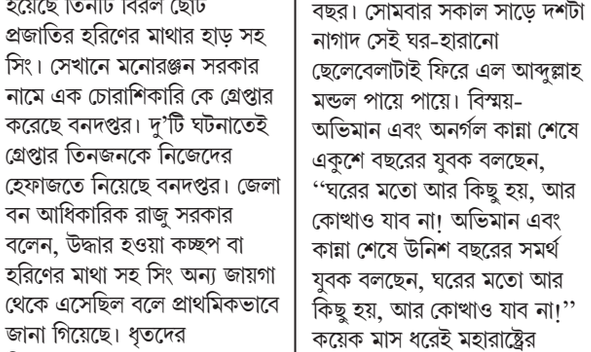

আপনজন: অভিযোগ দিঘায় বেড়াতে এসে গণধর্ষণের শিকার এক পর্যটক মহিলা। জানা গিয়েছে,দিঘায় বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছিলেন ওই মহিলা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সৈকত শহরে,ঘটনার সূত্রপাত মোটরবাইক নিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তিন যুবক তাঁদের হোটেলের ঘর দেখানোর নাম করে বাইকে তুলে নেন।এর পর তাঁদের ওড়িশা অভিমুখে দিঘাশ্রী পেরিয়ে একটি অন্ধকার জায়গায় তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তরুণীকে বেধড়ক মারধর করে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। রাতের অন্ধকারে হোটেল দেখানোর নাম করে তরুণীর ওপর চলল অকথ্য অত্যাচার। সঙ্গীকে বেঁধে রেখে তাঁর চোখের সামনে তরুণীকে ধর্ষণ করা হল খোদ দিঘায়।এই ঘটনায় চক্ষু চড়কগাছ সাধারণ মানুষের।দিঘায় ঘুরতে যাওয়া পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের বাসিন্দা ওই তরুণী তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দিঘায় বেড়াতে যান। দুষ্কৃতীদের অত্যাচারে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন ওই তরুণী।পরে দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে গেলে তরুণীর বন্ধুই তাঁকে নিয়ে দিঘা থানায় যান। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগে তরুণী জানিয়েছেন,তাঁর উপরে অত্যাচার চালানো হয়েছে।তদন্তে নেমে রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে দিঘা লাগোয়া রতনপুর থেকে অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করে।সোমবার তাঁদের কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করানো হয়।এই ঘটনার নিন্দা করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।তিনি বলেন,পুলিশ মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ।এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এক জন মহিলা।তিনিই আবার পুলিশমন্ত্রী।অথচ দিঘার মতো জায়গায় প্রকাশ্যে দুষ্কৃতীদের হাতে এক জন মহিলা অত্যাচারিত হলেন! এটা চরম লজ্জার!কাঁথি আদালতে সরকারি আইনজীবী ইকবাল হোসেন জানান,তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে দিঘা থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬,৩৭৯ এবং ৩৪ ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।সেই সঙ্গে ওই তরুণীর গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। দুই অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে স্কুলে অনুষ্ঠান

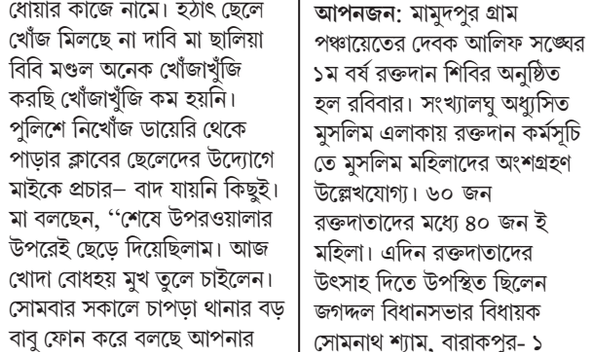

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: সারা বছর পুঁথিগত শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল কবিগুরু বিদ্যামন্দির । বারাসত নীলগঞ্জে শিক্ষানুরাগী অনিতা লস্করের হাতে ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি ওই বিদ্যালয়ের তরফে প্রতিবছর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে এবছরও ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতে সামাজিক বার্তা দিয়ে সাড়ম্বরে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয় একাধিক সংস্কৃতিক কর্মসূচি । বিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষার্থী ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে । শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে এদিন বিশিষ্ট শিক্ষক, চিকিৎসকদের পাশাপাশি এলাকার বিশিষ্টজনেরাও উপস্থিত ছিলেন । বিদ্যালয়ের প্রধান সাথি লস্কর বলেন, 'শিক্ষার্থীদের মানসম্মত পাঠদানে আমরা বদ্ধপরিকর, শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের কথা মাথায় রেখে আমরা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, আজকের অনুষ্ঠান তারই অংশ ।' অভিভাবকদের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন 'বেডসে'র রাজ্য সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সম্পাদক শাহজাহান মন্ডল, সহ-সভাপতি আলফাজ হোসেন সহ অন্যান্যরা ।

প্রথম নজর

ইরাকের ৮ ব্যাংককে ডলার লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: আটটি স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে মার্কিন ডলারের লেনদেনে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইরাক।
জালিয়াতি, অর্থ পাচার এবং মার্কিন মুদ্রার অন্যান্য অবৈধ ব্যবহার কমানোর জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছে তারা। মার্কিন ট্রেজারি কর্মকর্তার ইরাক সফরের কয়েকদিন পর এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। খবর রয়টার্সের।
ইরাকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি নথিতে ব্যাংকের একজন কর্মকর্তার যাচাইকৃত নিষিদ্ধ ব্যাংকগুলির তালিকা করা হয়েছে। সেগুলো হলো: আশুর ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট; অনভেস্টমেন্ট ব্যাংক অভ ইরাক; ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইরাক; কুর্দিস্তান ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট; আল হুদা ব্যাংক; আল জানুব ইসলামিক ব্যাংক ফর ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স; আরাবিয়া ইসলামিক ব্যাংক এবং হাম্মুরাবি কমার্শিয়াল ব্যাংক।
ব্যাংকগুলোকে ইরাকি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দৈনিক ডলার নিলামে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে যা আমদানি নির্ভর দেশটির তরল মুদ্রার একটি প্রধান উৎস। এই নিষেধাজ্ঞা প্রতিবেশী ইরানে মুদ্রা পাচার প্রতিরোধে মার্কিন প্রচেষ্টার ফল।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান উভয়ের দেশের মিত্র ইরাক, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ রয়েছে। ইরাক তেলের আয় এবং অর্থের প্রবাহ যাতে প্রভাবিত না হয় তা নিশ্চিত করতে ওয়াশিংটনের সদিচ্ছার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।
ইরাকের প্রাইভেট ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান এবং আশুর ও হাম্মুরাবি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মন্তব্যের জন্য অনুরোধের সাথে সাথে সাড়া দেননি।

এল সালভাদরে আবার প্রেসিডেন্ট হলেন নাইব বুকেল

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আমেরিকার দেশ এল সালভাদরে রোববার জাতীয় নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিপুল ভোটে জয় পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট নাইব বুকেলে। সোমবার (৫ জানুয়ারি) বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই তথ্য জানিয়েছে।
এর মধ্য দিয়ে ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন ৪২ বছর বয়সী বুকেলে। ১০০ বছরের ইতিহাসে এর আগে দেশটিতে কোনো প্রেসিডেন্ট পুনরায় নির্বাচিত হননি।
বিভিন্ন গ্যাংয়ের সহিংসতায় জর্জরিত দেশটি। সেখানে তিনি অপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গ্রেফতার করেন প্রায় ৭৫ হাজার অপরাধীকে। এতে দেশটিতে কমে যায় খুনের হার। ক্রমেই শান্তির দিকে আসতে শুরু করে দেশটি। এ কারণে বেশিরভাগ মানুষের কাছে জনপ্রিয় মুখ এই বুকেলে।
সূত্রটি জানিয়েছে, বুকেলের হাজার হাজার সমর্থক সায়ান নীল পরিহিত এবং পতাকা দোলাতে সান সালভাদরের কেন্দ্রীয় স্কোয়ারে ভিড় করেছিল।
রয়টার্স জানিয়েছে, অফিসিয়াল ফলাফল ঘোষণার আগে বুকেলে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। তিনি দাবি করেন, এই নির্বাচনে গণভোটের মাধ্যমে জনগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছে। এতে তিনি ৮৫ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন। অবশ্য অস্থায়ী ফলাফলে দেখা গেছে, বুকেলে ৮৩ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন।
বুকেলের দল নিউ আইডিয়াস আইনসভার ৬০টি আসনের প্রায় সবকটিতেই জয়লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি দেশের ওপর তার কর্তৃত্ব মজবুত করবে এবং এল সালভাদরের আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা হিসেবে বুকেলেকে আরো বেশি প্রভাবক হিসেবে গড়ে তুলবে।

গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ইউরোপজুড়ে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে ইউরোপজুড়ে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানিসহ ইউরোপীয় শহরগুলোতে এসব বিক্ষোভ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় লন্ডনের পোর্টল্যান্ড প্লেসসহ বিভিন্ন সড়কে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে অংশ নেয় হাজার হাজার মানুষ। গাজা যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের কার্যক্রমের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়।
তা ছাড়া 'স্টপ দ্য জেনোসাইড ইন গাজা', 'সিজফায়ার', 'এন্ড টু দ্য সিজ অব গাজা' বলে তারা স্লোগান দিতে থাকে।
এদিকে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে 'ফ্রিডম ফর প্যালেস্টাইন' শীর্ষক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিক্ষোভকারীরা গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানায়।
তা ছাড়া দেশটির ফ্রাংকফুর্ট, মিউনিখ, ডুসেলডর্ফ ও সারব্রুকেন শহরে বিক্ষোভ হয়।
এদিকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে গাজা ইস্যুতে দেশটির সরকারের অবস্থানের সমালোচনা করা হয়।
বিক্ষোভকারীরা স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠাসহ গাজায় ইসরায়েল হত্যাযজ্ঞ বন্ধের আহ্বান জানায়।
তা ছাড়া গাজায় ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা, ইতালির মিলান, ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন, ফিনিশের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে মিছিল হয়।
এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কেও ফিলিস্তিনের সমর্থনে মিছিল হয়। এতে ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সরকারের সমর্থনের নিন্দা এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গাজাপন্থী ছাত্রদের হয়রানির বিরুদ্ধে নিন্দা জানানো হয়।

মিয়ানমারে ৬২ সেনাকে হত্যা, বেশ কয়েকটি ঘাঁটি দখলে নিলো বিদ্রোহীরা

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর আরো বেশ কয়েকটি ঘাঁটি দখল করেছে বিদ্রোহীরা। এছাড়া মাত্র তিনদিনে বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে দেশটির অন্তত ৬২ জন সেনা।
সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতী। প্রতিবেদনে বলা হয়,
মিয়ানমারজুড়ে হামলা জোরদার করেছে দেশটির জাতিগত বিদ্রোহীরা। এতে গত তিনদিনে পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস (পিডিএফ) ও এথনিক আর্মড অর্গানাইজেশনসের (ইএও) হামলায় ৬২ জন সেনা নিহত হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু সামরিক ঘাঁটিও দখল করেছে বিদ্রোহীরা। দখল হওয়া ঘাঁটিগুলো মিয়ানমারের সাগাইং, ম্যাগউই, মান্দালয় জেলা এবং কাচীন ও কারেন প্রদেশ অবস্থিত। কতগুলো ঘাঁটি বিদ্রোহীরা দখলে নিয়েছে, এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
জান্তার পক্ষ থেকে এখনও এ ইস্যুতে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি। তবে ইরাবতী জানিয়েছে, পিডিএফ এবং ইআও'র গণমাধ্যম শাখার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে এই সংবাদমাধ্যমটির। দুই বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতারা জানিয়েছেন, গত বছর মিয়ানমারের সাগাইং, ম্যাগউই, মান্দালয় জেলা এবং কাচিন ও কারেন প্রদেশের বেশ কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছিল পিডিএফ এবং ইআও জোট। সেই এলাকাগুলো ফের দখল করার জন্য জানুয়ারির শেষদিকে অভিযান শুরু করেছিল জান্তা এবং জান্তা সমর্থক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো।
সেই অভিযানে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর হাত থেকে কিছু এলাকা পুনর্দখল করতেও সক্ষম হয়েছিল জান্তা এবং জান্তা সমর্থক একাধিক সশস্ত্র গোষ্ঠী। কিন্তু গত তিন দিনে জান্তার পুনর্দখল করা অধিকাংশ এলাকা থেকে সেনা সদস্য ও জান্তাপন্থীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পিডিএফ ও ইআও'র নেতারা।
সবচেয়ে বেশি সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন মান্দালয় জেলার সান পিয়া এবং কারেন প্রদেশের থাভুয়াঙ্গি শহরে। পিডিএফ জানিয়েছে, এ দুই এলাকায় জান্তা-বিদ্রোহী সংঘাতে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন অন্তত ৪০ জন সেনা।
এছাড়া কারেন প্রদেশের একটি রত্নপাথরের পাথরের খনিও বর্তমানে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর হাতে চলে গেছে। মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে গত ৫ দশকেরও বেশি সময় ধরে দ্বন্দ্বসংঘাত চলছে বিভিন্ন সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর। তবে এই লড়াই নতুন গতি পেয়েছে ২০২১ সালে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের পর থেকে। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অং সান সুচিকে হটিয়ে জাতীয় ক্ষমতা দখল করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী।
মিয়ানমারের সেনাপ্রধান মিন অং হ্লেইং এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করার পরপরই ফুঁসে উঠেছিল মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী জনতা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু করেন তারা। কিন্তু মিয়ানমারের পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যরা বিক্ষোভ দমনে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা শুরু করার পর ২০২২ সালের দিকে গণতন্ত্রপন্থীদের একাংশ জান্তাবিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোতে যোগ দেওয়া শুরু করে। ২০২২ সালে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর বেশিরভাগই সুচির দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির নেতৃত্বাধী রাজনৈতিক জোট ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টে (নাগ) যোগ দেন। তারপর থেকে মিয়ানমারে জান্তাবিরোধী লড়াই নতুন মাত্রা পেয়েছে। ২০২৩ সালে বছরজুড়ে দেশের বেশ কিছু এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে জান্তা। এসব এলাকার মধ্যে ভারত ও চীন সীমান্তও রয়েছে। এছাড়া গত ১৩ নভেম্বর রাখাইনে অপারেশন-১০২৭ আবারও শুরু করার পর থেকে আরাকান আর্মি ১৬০টিরও বেশি জান্তা ঘাঁটি দখল করেছে, যার মধ্যে সিত্তওয়ের কাছে পাউকতাও শহর এবং চিন রাজ্যের পালেতওয়া টাউনশিপও রয়েছে। চলতি সপ্তাহে মিয়ানমারে তিন বছর পূর্ণ করল সবশেষ সেনাশাসন। তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে রয়েছে জান্তা সরকার। গণতন্ত্রপন্থি সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো একের পর এক অঞ্চল দখল করে ক্রমেই রাজধানীর দিকে এগোচ্ছে। এতে, যেকোনো সময় পতন হতে পারে স্বৈরশাসনের।

ইসরায়েলি আগ্রাসনকে নাৎসি বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করল হামাস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনকে কুখ্যাত নাৎসি বাহিনীর বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করেছে স্বাধীনতাকামী সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাস।
শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) এক বিবৃতিতে হামাস কর্মকর্তা ওসামা হামাদান এমন মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, গাজায় ১২০ দিন ধরে চলছে ইসরায়েলের বর্বরতা। প্রায় চার মাস ধরে উপত্যকায় জঘন্যতম অপরাধ করে চলেছে এই নাৎসি বাহিনী। নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে নির্বিচারে। প্রতিবাদ করলেই হতে হচ্ছে আগ্রাসনের শিকার।
হামাদান আরো বলেন, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক, লেবাননেও চালাচ্ছে বর্বরতা। এই আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানাই। এই যুদ্ধ ইসরায়েল ও তার মদদদাতাদের জন্য লজ্জা হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

মালদ্বীপে অন্য কোনো দেশকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না: মুইজ্জু

আপনজন ডেস্ক: মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুইজ্জু পার্লামেন্টে বলেছেন, 'কোনও দেশকে আমাদের সার্বভৌম ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে দেব না।'
সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কোনো দেশের নাম উল্লেখ না করলেও পরোক্ষভাবে তিনি ভারতকেই এসব কথা বলেছেন। ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার নিয়ে তৈরি হওয়া জট কাটাতে শুক্রবার দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল ভারত ও মালদ্বীপের প্রতিনিধিরা। কিন্তু তাতে কোনও সমাধান মেলেনি।
সোমবার প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু সংসদে স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় সেনাকে চলে যেতেই হবে। বাইরের কাউকে তিনি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মাথা গলাতে দেবেন না।
প্রেসিডেন্টের পদে বসার পরই মুহাম্মদ মুইজ্জু মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন। ১০ মের মধ্যে ভারতীয় সেনাকে সেদেশ থেকে চলে যেতে হবে বলে জানানো হয়। পরে ভারত আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়ে সমাধান বের করতে চেয়েছিল। কিন্তু এটা পরিষ্কার, মুইজ্জু তার সিদ্ধান্তেই অনড়।
এর আগে মালদ্বীপের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু জানিয়েছেন, তার সিদ্ধান্তের সঙ্গে নয়াদিল্লিও একমত হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে দেশের তিনটি বিমানবন্দরের একটি থেকে ভারতীয় সেনা ১০ মার্চের মধ্যে এবং বাকি দুটি থেকে ১০ মের মধ্যে সরে যাবে।
মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আরো জানান, মালদ্বীপ ভারতের সঙ্গে আর কোনও চুক্তি নবায়ন করবে না। স্বাস্থ্য এবং মানবিক পরিষেবা দিতে মালদ্বীপে ৮০ জনের বেশি ভারতীয় সেনা রয়েছেন। তারা চলে গেলে তাদের জায়গায় সাধারণ মানুষকেই এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে। মালদ্বীপের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি বছরের শুরুতে পার্লামেন্টে বিশেষ ভাষণ দেন প্রেসিডেন্ট। দেশের সার্বিক উন্নতির চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি আগামী দিনে কোন পথে দেশ এগোতে পারে, সেই নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। কোনও সমস্যা হলে কীভাবে তার মোকাবেলা করা হবে সেই আলোচনাও হয় এই বক্তৃতায়। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই পার্লামেন্টে মুইজ্জুর প্রথম ভাষণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ওয়াগনার সেনাদের নিয়ে নতুন তথ্য জানালো যুক্তরাজ্য

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার দুর্ধষ ভাড়াটে সামরিক বাহিনী পিএমসি ওয়াগনার গ্রুপের অন্তত এক হাজার সেনা বর্তমানে রাশিয়ার অন্যতম মিত্র দেশ বেলারুশে অবস্থান করছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাজ্য।
রোববার (৫ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাজ্যের সামরিক মুখপাত্র জানিয়েছেন, বেলারুশে প্রায় এক হাজার ওয়াগার সেনা আছে বলে তারা জানতে পেরেছে। রাশিয়ার এই বেসরকারি সেনা আগেই বেলারুশে গিয়েছিল।
২০২৩ সালের জুন মাসে আট হাজার ওয়াগনার সেনা বেলারুশে আসে। তাদের নেতা সে সময় রাশিয়ার সেনার ভিতরে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। যুক্তরাজ্যের আশঙ্কা, বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো এই সেনাকে নিজের মতো করে ব্যবহার করছেন।
যুক্তরাজ্য বলছে, ওয়াগনার সেনা বেলারুশের সেনাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি, সীমান্তরক্ষী বাহিনীতেও ওয়াগনার সেনাকে ঢোকানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
এক সময় ইউক্রেন যুদ্ধে ওয়াগনার সেনাকে রাশিয়া ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে রাশিয়াকে সুবিধা করে দিয়েছে এই সেনা।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক সময় পুতিনঘনিষ্ঠ ওয়াগনার প্রধান সরাসরি রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বসেন। দেশের সেনাবাহিনীর ভিতর বিদ্রোহ তৈরির চেষ্টা করেন তিনি। পরে বেলারুশে এসে আশ্রয় নেন।
এদিকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে রাশিয়া।
লিসিচান্সক শহরটি এখন মস্কোর অধীনে। রাশিয়ার অভিযোগ, সেখানে একটি বেকারিতে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮।
সপ্তাহান্তে ওই বেকারিতে রুটি কিনতে মানুষ ভিড় জমাতেন বলে জানিয়েছে রাশিয়া।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক মঞ্চকে এর জন্য দুঃখপ্রকাশ করতে আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছে। রাশিয়া জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো বহু মানুষ আটকে আছেন। রোববার ১০ জনকে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৩ মি.

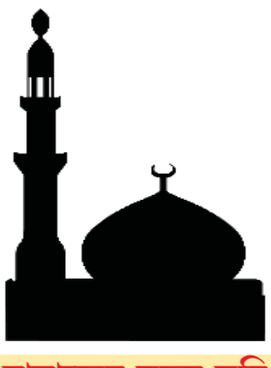

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫১	৬.১৩
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫১	
মাগরিব	৫.৩৩	
এশা	৬.৪৪	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

পাকিস্তানে থানায় সশস্ত্র হামলা, ১০ পুলিশ নিহত

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশের এক থানায় সশস্ত্র হামলার ঘটনায় অন্তত ১০ পুলিশ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ছয়জন।
সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ভোররাতের দিকে প্রদেশটির ডেরা ইসমাইল খান জেলার চদওয়ান পুলিশ স্টেশনে হামলার এ ঘটনা ঘটে বলে পাকিস্তানি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন এক কমকর্তা।
পাকিস্তানে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ইসরায়েলের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নের আহ্বান ইরানের

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোকে 'মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার' খ্যাত দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে অন্তত অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি।
সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) ইরানের সেনাবহিনীর বিমান ইউনিটের এক দল কর্মকর্তা ও কর্মচারী সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে দেখা করতে গেলে এসব কথা বলেন তিনি।
এসময় ইসরায়েলকে শক্ত আঘাত করার জন্য নিজ নিজ দেশের সরকারকে বাধ্য করতে মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার জনগণকে সোচ্চার ভূমিকা রাখতে পরামর্শ দেন তিনি।

সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলায় ৬ সেনা নিহত

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে হামলায় অন্তত ছয় সেনা নিহত হয়েছেন। রোববার গভীর রাতে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এপি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে মার্কিন সেনাদের বসবাস করা একটি ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। এতে করে মার্কিন সমর্থিত সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সের (এসপিএফ) ছয় সেনা নিহত হয়েছেন।
সূত্রের বরাতে আলজাজিরা জানিয়েছে, সিরিয়ার দেইর আল যুহর প্রদেশে একটি সেনাদের প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। এ সময় একটি ড্রোন সেনাদের ডরমিটরিতে আঘাত হেনেছে। মার্কিন সেনারাও হামলার শিকার ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলেন।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স স্থানীয় দুটি সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, সেনাঘাঁটিকে লক্ষ্য করে ছোড়া এ ড্রোন এমন এলাকা থেকে ছোড়া হয়েছে যেখানে ইরানপন্থি প্রক্সি গ্রুপ সক্রিয় রয়েছে।
এ ঘটনায় পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে এসডিএফ। তারা জানিয়েছে, হামলাকারীদের লক্ষ্য করে জবাবে পাল্টা হামলার অধিকার তাদের রয়েছে।
এদিকে এ হামলার ঘটনায় দায় স্বীকার করেছে ইরানপন্থি ইরাকের সশস্ত্রগোষ্ঠী ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স। গোষ্ঠীটি হামলার দায় স্বীকার ও ড্রোন নিক্ষেপের ভিডিও প্রকাশ করেছে।

গাজায় শক্ত অবস্থানে হামাস, গুঁড়িয়ে দিলো ইসরায়েলের ৪৩ সামরিক যান

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ক্রমেই নিজেদের শক্তি দেখাচ্ছে ফিলিস্তিনি সেনারা। গত কয়েকদিনে ইসরায়েলি সেনাদের ওপর তারা বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়েছে। এ সময় ইসরায়েলের ৪৩টি সামরিক যান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন হামাসের সামরিক শাখা আল কাসেম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু ওবায়দা জানিয়েছেন, গত কয়েক দিনে তারা ইসরায়েলের ৪৩টি সামরিক যান গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। এসব যানের কোনোটা পরিপূর্ণ আবার কোনোটা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
তিনি জানান, তাদের যোদ্ধারা ইসরায়েলের ১৫ সেনাকে হত্যা করেছে। এ সময়ে তাদের বিরুদ্ধে ১৭টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
আবু ওবায়দা জানান, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ইসরায়েলের ওই সেনাদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। এতে ইসরায়েলের ১৫ সেনা নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া সামরিক শাখার স্নাইপার বাহিনীর হামলায় আরও এক সেনা কর্মকর্তা ও এক সৈনিক নিহত হয়েছেন।
এর আগে এপির এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গাজার কিছু এলাকায় পুনরায় প্রশাসনে ফিরতে শুরু করেছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন হামাস।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ২১ মাঘ ১৪৩০, ২৪ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

শান্তি অন্বেষণ

মূলত দুইটি জিনিস না থাকিলে জীব প্রজাতির অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। ইহার একটি হইল খাদ্য, অন্যটি রিপ্রোডাকশন, অর্থাত্ প্রজনন। মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব। সুতরাং এই দুইটির পাশাপাশি মানুষের আরো একটি বড় চাওয়া হইল শান্তিতে বসবাস। প্রখ্যাত কবি শহীদ কাদরী লিখিয়াছেন– ‘প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই/ কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না...’। যিনি ছোট্ট কুঁড়েঘরে থাকেন, তিনিও শান্তি চাহেন, যিনি আলিশান অট্টালিকাবাসী, তিনিও শান্তির অন্বেষণ করেন। অর্থাত্ শান্তি ধনী-নির্ধন–সকলেই চাহেন। আরো একটি মিল গরিব-ধনী সকলেরই রহিয়াছে। তাহা হইল–মানুষ মহান আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়াছে, চলিয়াও যাইবে আল্লাহর নিকট। অর্থাত্ আমরা এই জগতে মোসাফির মাত্র। ক্ষণিক সময়ের জন্য আসা, অন্যদিকে চিরকালের জন্য চলিয়া যাওয়া। অথচ এই ক্ষণিক সময়ের ব্যাপ্তিকাল–ধরা যাক শত বত্সর–আমাদের নিকট ভ্রমক্রমে দীর্ঘ সময় মনে হয়। আর এই বিভ্রান্তিময় দীর্ঘ সময়ের তিষ্টকালে আমরা শান্তি চাই। শান্তি চাই বটে, কিন্তু আমরা শান্তির ছায়ার পিছনে ছুটিয়া মরিতেছি। বলা যায়, বেশির ভাগ মানুষই শান্তির নহে, শান্তির ছায়া ধরিতে জীবনভর ছুটিয়া বেড়ায়।

পরিহাসের কথা হইল, শান্তি ও স্বস্তিতে থাকিবার স্বার্থেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। সিন্ধুসভ্যতা হইতে শুরু করিয়া মিশরীয়, সুমেরীয়, পারস্য, ব্যাবিলনীয়, রোমান প্রভৃতি সভ্যতার মূলে ছিল মানবজীবনে স্বস্তিদান করা। বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা আরাম-আয়েশের একটি প্রাচুর্যময় পৃথিবীতে বসবাস করিতেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও একজন রাজাবাদশা চাহিলেও আজিকার মতো ভোগবিলাস করিতে পারিত না। এখন ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন মেম্বারের বাড়িতেও এমন ব্যবস্থা থাকে, গরম লাগিলে এক সুইচেই ঠান্ডা হাওয়া, ঠান্ডা লাগিলে গরমের ব্যবস্থা। ভোগবিলাস খাদ্যখানায় বিচিত্র রেসিপি, যখন-তখন দেশে-বিদেশে উড়ান দিয়া বেড়াইতে যাওয়া–সকল কিছুই যেন আলাদিনের চেরাগের মতো, চাহিলেই পাওয়া যায়। এত কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু শান্তি কোথায়? কোথায় পালাইল শান্তি? শান্তি কি আসে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন–‘নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।’ আসলে শান্তি হইল দুইটি বিষয়ের সমন্বয়। উহার একটি হইল–নিরাপত্তা, অন্যটি আমাদের মানসিক দিক। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়–পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। ভূরাজনৈতিক কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিচিত্র ধরনের অস্থিরতা ও যুদ্ধাবস্থা দেখা যাইতেছে। কাজারি হুঁশিয়ার কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম যেমন বলিয়াছেন–‘অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ’। সন্তরণ অর্থাত্ সাঁতার না জানিয়া আমরা স্বখাদ সলিলে ডুবিতেছি। তাহা হইলে উপায়? ইংরেজিতে একটি কথা আছে–ওয়ার ফর পিস। অর্থাত্ শান্তির জন্য যুদ্ধ। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর শান্তির অহিংস বাণী এইভাবেও শোনাইয়াছেন যে–‘চোখের বদলা লইতে অন্যের চোখ উপড়াইয়া লইলে একসময় পুরা পৃথিবী অন্ধ হইয়া যাইবে।’ সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ করিতে হয়, রোনাল্ড রিগানের কথা–‘শান্তি মানে সংঘাতের অনুপস্থিতি নহে, ইহা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘাত পরিচালনা করিবার ক্ষমতা।’ জটিল কথা। যেমনটি বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যায়কে সহ্য না করিবার কথা। তিনি আরেকটি কবিতায় বলিয়াছেন– ‘নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,/ শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস–।’

সত্যিই কি শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতো শুনাইবে? ইহার চাইতে পরিতাপের কথা আর কী হইতে পারে? সুতরাং কবির কণ্ঠে আমরাও বলিতে চাই–‘বিদায় নেবার আগে তাই/ ডাক দিয়ে যাই/ দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে/ প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।’

• • • • • • • • • • • • •

কংগ্রেসের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা গভীর অর্থে রাজনৈতিক। এটি জোট তৈরি বা সামাজিক প্রকৌশল নয়।

নতুন ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার একটাই স্বপ্ন, তা হল মৈত্রী

‘আপনি শুধু রাজনীতি দিয়ে বিজেপি-আরএসএসকে হারাতে পারবেন না। রাজনীতির সঙ্গে আদর্শও থাকতে হবে। জনগণের আন্দোলন ভারত জোড়ো অভিযানের কর্মীদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে রাহুল গান্ধী এমনটাই বলেছিলেন। রাহুল সেই বৈঠকেই কর্মীদের ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রায় যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যা ১৪ জানুয়ারি মণিপুর থেকে শুরু হয়েছিল। লিখেছেন **যোগেন্দ্র যাদব**।

আপনি শুধু রাজনীতি দিয়ে বিজেপি-আরএসএসকে হারাতে পারবেন না। রাজনীতির সঙ্গে আদর্শও থাকতে হবে। জনগণের আন্দোলন ভারত জোড়ো অভিযানের কর্মীদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে রাহুল গান্ধী এমনটাই বলেছিলেন। রাহুল সেই বৈঠকেই কর্মীদের ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রায় যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যা ১৪ জানুয়ারি মণিপুর থেকে শুরু হয়েছিল।

এই যাত্রা সম্পর্কে তৈরি হওয়া প্রশ্নের যেমন: কেন সরাসরি নির্বাচনী প্রচার করার পরিবর্তে যাত্রায় যাবেন? সবাই যখন রামমন্দিরের কথা বলছে তখন কেন ন্যায়ের কথা বলবেন? কেন উত্তর-পূর্বে এত সময় ব্যয় করা, যেখানে এত কম সংসদীয় আসন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে? এর সহজ উত্তর হল: যে আদর্শ বোধ বিজেপির রাজনৈতিক আখ্যানের টুটি চেপে ধরে বসে আছে এবং নিয়ন্ত্রণ করছে তাকে না হারিয়ে আপনি ভারতীয় জনতা পার্টিকে পরাজিত করতে পারবেন না । ন্যায় যাত্রার লক্ষ্যই হল তা অর্জন করা।

রাজনীতির বাইরে রাহুল গান্ধীর এই বিবৃতি আরও বিতর্কিত প্রশ্নের জন্ম দেয়: এই যাত্রা কি রাজনৈতিক? খুব গভীর অর্থে না হলেও এটা রাজনৈতিক কৌশল, জোট তৈরি বা সামাজিক প্রকৌশল সম্পর্কিত নয়। যাইহোক, ‘রাজনীতি করা’ মানেই কেবল তথাকথিত রাজনীতি নয়। গভীর অর্থে, রাজনীতি হল ক্ষমতার স্থির সমীকরণ পরিবর্তন করা এবং স্বাভাবিকভাবে কাম্য এবং করণীয় বলে বিবেচিত প্রচলিত ধারণাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা। ভাল হোক বা মন্দ, আমাদের সামনে থাকা ধারনাগুলোকে নিয়ে দৈনন্দিন সংকীর্ণ রাজনীতির খেলা হয়। স্বাভাবিক ভাবে, রাজনৈতিক খেলোয়াড়রা এই ধারনাগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েই খেলা জেতার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন আপনি একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যান, যখন আপনার রাজনীতি নিয়মিতভাবে ব্যর্থ হয়, ঠিক তখনই এর মৌলিক পরিবর্তনের সময়। এই রকম গভীর অর্থে, ন্যায় যাত্রা রাজনৈতিক, যেমনটা যে কোনও উদ্যোগ ই হওয়া উচিত।

নিঃসন্দেহে যাত্রার সময় নিয়ে দু’রকম মত থাকতে পারে। সঙ্গত কারণে অনেকেই বলছেন, এটা আরও আগে হওয়া উচিত ছিল। তাহলেই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য বার্তাটি সময় মতো ছড়িয়ে দেওয়া যেত। আবার কেউ বলছেন, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের আগেই এই যাত্রার ঘোষণা করা উচিত ছিল। সেটা হলে নির্বাচনী বিপর্যয়ের ফলাফলের কারণেই এই যাত্রা বলে যে পরিহারযোগ্য ধারণা আছে, সেটা দূর করে দিত। যাত্রা পথ এবং এবং যাত্রার ধরন নিয়ে, আপনি যেমনটা শুনতে চাইবেন তেমনই প্রচুর শুনতে পাবেন।

এছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে পারে। (রাহুল গান্ধীর তরফ থেকে প্রথম থেকেই অস্বীকার করা সত্ত্বেও), বিজেপির পরিকল্পনা মাফিক, এই যাত্রা রাহুল গান্ধীর

যাত্রা হিসাবে উপস্থাপন করে, আসন্ন নির্বাচনকে রাষ্ট্রপতি -সুলভ ব্যক্তিত্বের প্রতিযোগিতায় পরিণত করলে, তা কি ক্ষমতাসীন দলের সুবিধার জন্য কাজ করতে পারে? মোদী বনাম মুদ্দা অবস্থানে বিরোধীরা স্পষ্টতই লাভবান হবে। কিন্তু বর্তমান যাত্রা কি সেই সুবিধা দেবে? এছাড়াও, এখন যখন ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছে, এই পর্যায়ে শুধুমাত্র কংগ্রেসের যাত্রাই কি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হবে? একটি সম্মিলিত যাত্রা কি আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবে না এবং আত্মবিশ্বাস জাগাবে না? ইন্ডিয়ার শরিকদের যুক্ত করার জন্য কংগ্রেসের কি আরও বেশি চেষ্টা করা উচিত নয়?

এই সবই বৈধ প্রশ্ন। রাজনীতির অনিশ্চয়তার জগতে, এমন কোনও কর্মপরিকল্পনা রচনা করে বলে দেওয়া যায়না, যে এটাই এইসব বৈধ প্রশ্নের নিখুঁত ও অব্যর্থ উত্তর। সঠিক উত্তর হিসেবে কি উঠে আসে এবং যাত্রার কৌশল এবং তার মূল্যায়ন করার জন্য আমাদের অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই পর্যায়ে, আমরা এই যাত্রার মৌলিক যুক্তি মূল্যায়ন করতে পারি মাত্র। সেটা ঠিক কেমন তা এখানে আলোচনা করা হলো। বিজেপির উত্থান, এবং এর অব্যাহত নির্বাচনী আধিপত্য, তাদের সাংস্কৃতিক-মতাদর্শের আধিপত্যের স্বরূপ। নিঃসন্দেহে, এদের সাংগঠনিক শক্তি, আর্থশক্তি, রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহার, মিডিয়ার ওপর অদৃশ্য একচেটিয়া আধিপত্য, এবং সযত্নে তৈরি করা নরেন্দ্র মোদীর আরাধ্য ভাবমূর্তি নির্বাচনী সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয়। তবুও, বিজেপি আজ যে সাফল্য উপভোগ করছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য শুধুমাত্র এই কারণগুলিই যথেষ্ট নয়। শেষ কথা এই, যে বিজেপি সংযোগ স্থাপনের যুদ্ধে জিতেছে। এবং তার আদর্শগত বিষয়টা সঠিক বলে সফলভাবে চালিত করতে পেরেছে। এক দশক আগে যা আপত্তিকর বলে মনে হত তা এখন খুব স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত চলে আসা মধ্যপন্থী অবস্থানকে এখন চরম চরমপন্থা বলে দেগে দেওয়া যেতে পারে। পাহাড়প্রমাণ অনৈতিক শাসন, নির্লজ্জ কাজের নজীর থাকা সত্ত্বেও, তাই বিজেপি তাদের এজেন্ডা প্রতিষ্ঠিত করতে ও নির্বাচনে জিততে সক্ষম হয়।

মতাদর্শের যুদ্ধ

যদি একদম ভুল না হয়, তবে একথা বলাই চলে যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিও যদি করা হয়, তাহলেও শুধুমাত্র তাই দিয়ে বিজেপিকে পরাজিত করা যাবে না। ভাল সাংগঠনিক ক্ষমতা, বুদ্ধিদীপ্ত জোট, আকর্ষণীয় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, সম্ভাব্য সেরা প্রার্থী বাছাই এবং জোরালো প্রচার বিরোধীদের ভোট এবং আসন বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, কিছু কিছু নির্বাচন জেতাতেও পারে। কিন্তু, শুধুমন্ত্র এগুলো দিয়েই বিজেপির আধিপত্যকে খতম করা যাবেনা। মতাদর্শের যুদ্ধে বিরোধীদের জয়লাভ করতে হবে এবং নতুন প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে নতুন ভাষায় সাংবিধানিক আদর্শগুলিকে পুনরায় জাগিয়ে তুলতে হবে।

তাদের নিজেদের জাতীয়তাবাদের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে তারাই আমাদের সভ্যতার সেরা উত্তরাধিকারী। যারা আমাদের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে চায় তাদের অবশ্যই মতাদর্শগত ধারণাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে পুনরুদ্ধার করতে হবে।

এখানে, ‘মতাদর্শ’ বলতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন মতবাদ থেকে সাধারণভাবে নেওয়া কিছু মতবাদের প্যাকেজ বোঝায় না। আমাদের সংবিধান উদারবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং এমনকি গান্ধীবাদ নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এগুলির বিংশ শতাব্দীর কোন সংস্করণে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই বা সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা ব্যবহৃত এগুলির কোন মিশ্রণ আমাদের গ্রহণ করার দরকার নেই। এই মতাদর্শগত কাঠামোর বেশিরভাগই পুরনো, যদিও সেগুলোর মধ্যে গভীর মূল্যবান অনেক কিছু রয়েছে। একবিংশ শতকের বাস্তবতা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং প্রেক্ষাপটের উপযোগী একটি আদর্শগত পরিকাঠামো নিয়ে আসার দাবি রাখে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জ। এক সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে, আমাদের এই মুহূর্তের আদর্শগত যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে।

ভারত জোড় ন্যায় যাত্রা সেটাই করতে চায়। ন্যায় নিজে কোনও ‘বাদ’ নয় কিন্তু সংবিধানের ছত্রছায়ায় থাকা উপযুক্ত ধারণা। যা বিভিন্ন পাল্টা-আধিপত্যবাদী সংগ্রামকে খণ্ডন করে। সমস্ত আন্দোলনের দাবিগুলিকে প্রকাশ করার জন্য একই অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হয় না, তবে তারা যা চায় তার বেশিরভাগই, প্রতিফলিত শিরোনামের মাধ্যমে বোঝা যায়। ন্যায়কে শুধু জাত-ভিত্তিক সংরক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না। এই নতুন সংস্করণে, ন্যায় বলতে বোঝায়, পিরামিডের নীচে থাকা মানুষের এক নতুন সামাজিক জোটের, আদর্শগত সঙ্গবদ্ধতা। সবই নির্ভর করছে কীভাবে এই যাত্রা তার এই বিমূর্ত ধারণাটিকে প্রান্তিক মানুষ যেমন- দরিদ্র, নারী, কৃষক, শ্রমিক, দলিত, আদিবাসী এবং ওবিসিদের মনে পোক্ত প্রতিশ্রুতি এবং নিশ্চয়তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এই যাত্রা কতটা সফল হবে আমরা এখনও জানি না। মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডে ব্যতিক্রমী ইতিবাচক অভ্যর্থনা ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্বের সমস্যা-বিধ্বস্ত রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের যাত্রা শুরু করার সাহসী এবং ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করেছে। কিন্তু এই সীমিত এবং অনন্য অভিজ্ঞতাকে খুব তাড়াতাড়ি বিবেচনার মধ্যে নিয়ে নেওয়া ঠিক নয়। আসল পরীক্ষা এখন শুরু, কারণ যাত্রা বিজেপি শাসিত আসামে প্রবেশ করছে। আমরা জানি না বিজেপির নির্বাচনী আধিপত্যের মূল কেন্দ্র হিন্দি হার্টল্যান্ডে এই যাত্রা কেমন হবে। এবং আমরা অনুমান করতে পারি না যে ইন্ডিয়া জোটের অংশীদাররা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে।

কিন্তু আমরা জানি যে এই আদর্শগত লড়াই অনেক আগেই শুরু করা উচিত ছিল। আমরা জানি বিভিন্ন আন্দোলন, সংগঠন ও নাগরিকরা এর জন্য অপেক্ষা করেছে। আমরা জানি যে মিথ্যা ও ঘৃণার রাজনীতি গ্রহণ করার জন্য সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবিরা কেউই বসে নেই। কংগ্রেস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী প্রথম মূলধারার দল হতে পারে, কিন্তু আমরা জানি যে আরও অনেকে ভারতের আত্মাকে বাঁচাতে এই যুদ্ধে এসে যোগ দেবে।

সেই কারণেই আমি আমার ভারত জোড়ো অভিযানের সহকর্মীদের সঙ্গে এই যাত্রায় আছি। আর তাই আপনারও সেখানে থাকা উচিত।

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

জোসেফ এস নাই

মার্কিনদের পতন হয়নি, তবে ট্রাম্প ফিরলে কি হবে বলা যায় না

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব পতনের দিকে বলে যখন অধিকাংশ আমেরিকান নাগরিক বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করছেন, তিনি ‘মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন’ স্লোগান বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমেরিকার হারানো প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কিন্তু ট্রাম্পের এই ধারণা স্পষ্টতই ভুল। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পতন ঠেকাতে যে প্রতিকারের কথা বলছেন, আদতে সেটিই দেশটির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পতন নিয়ে আমেরিকানদের উদ্বিগ্ন হওয়ার ইতিহাস দীর্ঘ। সপ্তদশ শতকে ম্যাসাচুসেটস বে কলোনি প্রতিষ্ঠার পরপরই কিছু পিউরিট্যান খ্রিষ্টান ওই এলাকার আদি মূল্যবোধ হারানোর জন্য হায় হায় করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষেরা নতুন আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের পতনের ভয় পেয়ে তা টিকিয়ে রাখার জন্য রোমান ইতিহাসের পাঠ নিচ্ছিলেন।

ঊনবিংশ শতকে চার্লস ডিকেন্সের পর্যবেক্ষণ ছিল, আমেরিকানরা ‘সব সময় হতাশাগ্রস্ত, সব সময় স্থবির এবং সব সময় উদ্বেগে থাকে’। ১৯৭৯ সালের একটি ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে জাতীয় পতনের আশঙ্কা তুলে ধরতে স্ট্যাচু অব লিবার্টির গাল বেয়ে অশ্রু ঝরার ছবি ছাপা হয়েছিল।

আমেরিকানরা দীর্ঘদিন ধরে ‘অতীতের সোনালি আভা’য় আচ্ছন্ন আছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমেরিকার ক্ষমতা ও প্রভাব অনেক বেশি থাকলেও সেই প্রভাব সম্পর্কে অনেকে যতটা ধারণা করে থাকে, আদতে দেশটির ততটা ক্ষমতা ছিল না। প্রচুর অর্থসম্পদ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়ই আমেরিকা যা চেয়েছে তা পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

যাঁরা মনে করেন, আজকের বিশ্ব অতীতের চেয়ে অনেক বেশি জটিল ও অশান্ত, তাঁদের ১৯৫৬ সালের মতো সময়ের কথা মনে করা উচিত। ওই বছরটিতে হাঙ্গেরিতে একটি বিদ্রোহ দমনে সোভিয়েত যে নির্যাতন চালিয়েছিল, তা ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছিল। ওই বছর সুয়েজ খাল এলাকায় আমাদের মিত্র দেশ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরায়েল দখলাভিযান চালিয়েছিল।

অনেক আগে থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমেরিকার পতনের ভয়কে রাজনীতিতে ব্যবহার করা হয়। এর কারণ এই ভয় আমেরিকার রাজনীতিকে স্থূলভাবে স্পর্শ করে থাকে। এটি আমেরিকার রাজনীতিতে বিভাজন ও বিভেদের উপাদান হিসেবে কাজ করে থাকে। কখনো কখনো পতনের শঙ্কা সুরক্ষাবাদী রাজনীতির পক্ষে কাজ করে। এটি আমেরিকার জন্য ভালোর চেয়ে মন্দটাই বেশি বয়ে এনেছে।

কখনো কখনো এই পতনের ভয় আমেরিকাকে ইরাক যুদ্ধের মতো চরমপন্থী নীতির দিকে নিয়ে গেছে। তবে আমেরিকান শক্তিকে অহেতুক ছোট করে দেখা কিংবা বাড়াবাড়ি পর্যায়ের বাড়িয়ে বলার মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য নেই।

ভূ-রাজনীতির ক্ষেত্রে অ্যাবসলিউট বা পরম পতন এবং আপেক্ষিক পতনের মধ্যে যে ফারাক আছে, সেই ফারাকটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপেক্ষিক পতনের দৃষ্টিতে বিচার করি, তাহলে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই আমেরিকার পতন ঘটেছে। সেই জায়গা থেকে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র আবার কখনই অর্ধেক বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্তা হবে না এবং পারমাণবিক অস্ত্রের ওপর একচেটিয়া অধিকার তার আর কোনো দিনই থাকবে না।

যুদ্ধ মার্কিন অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে এবং অন্য সবাইকে দুর্বল করেছে। তবে ১৯৭০ সাল নাগাদ

বাকি বিশ্ব নিজেদের পুনরুদ্ধার করায় বৈশ্বিক জিডিপিতে আমেরিকার হিস্যা এক-তৃতীয়াংশে নেমে আসে।

প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এই বিষয়টিকে পতনের লক্ষণ হিসেবে দেখেছিলেন এবং সে কারণেই তিনি ডলারকে সোনার মান থেকে তুলে নিয়েছিলেন। তবে এই অর্ধশতক পরও মুদ্রা হিসেবে মার্কিন ডলার এগিয়ে আছে এবং বিশ্বব্যাপী জিডিপিতে আমেরিকার হিস্যা এখনো প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

আজকাল চীনের উত্থানকে প্রায়শই আমেরিকান পতনের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্কের দিকে গভীরভাবে তাকালে দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে চীনের ক্ষেত্রে একটি অগ্রগতিমূলক পরিবর্তন ঘটেছে। আপেক্ষিক দিক থেকে বিচার করলে চীনের এই পরিবর্তনকে আমেরিকান পতন হিসাবে দেখানো যেতে পারে। কিন্তু অ্যাবসলিউট বা পরম পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে বোঝা যাবে, যুক্তরাষ্ট্র এখনো চীনের চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও তা থাকবে।

চীন মূলত একটি নজরকাড়া সমকক্ষ প্রতিযোগী। তবে চীনের উল্লেখযোগ্য দুর্বলতাও রয়েছে। ক্ষমতার সামগ্রিক ভারসাম্যের ক্ষেত্র থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমপক্ষে ছয়টি দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা রয়েছে।

প্রথমটি হলো, ভৌগোলিক সুবিধা। যুক্তরাষ্ট্র দুটি মহাসাগর এবং দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দ্বারা বেষ্টিত। অন্যদিকে, চীন ১৪টি দেশের সঙ্গে একটি সীমান্ত শেয়ার করছে। দেশটি ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে আঞ্চলিক বিরোধেও জড়িত।

দ্বিতীয়টি হলো, আপেক্ষিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি শক্তিতে স্বনির্ভর; যেখানে চীন আমদানির ওপর নির্ভরশীল।

তৃতীয়টি হলো, যুক্তরাষ্ট্র তার বৃহৎ আন্তর্দেশীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ডলারের আন্তর্জাতিক ভূমিকা থেকে শক্তি অর্জন করে। একটি আস্থাযোগ্য রিজার্ভ মুদ্রার অবশ্যই অবাধ রূপান্তরযোগ্যতা থাকতে হয়; সেই রিজার্ভের পুঁজিবাজার এবং আইনের শাসনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকতে হয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রের আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে চীনের খামতি রয়েছে।

চতুর্থটি হলো, যুক্তরাষ্ট্রের একটি আপেক্ষিক জনসংখ্যাগত সুবিধা রয়েছে। দেশটি বর্তমানে বিশ্ব জনসংখ্যা র‍্যাঙ্কিংয়ে তার স্থান (তৃতীয়) ধরে রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্বের ১৫টি বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে সাতটিই আগামী দশকে সংকুচিত শ্রমশক্তি হিসেবে পরিণত হবে। কিন্তু মার্কিন কর্মশক্তি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর অন্যদিকে চীন শ্রমশক্তির শীর্ষে ছিল সেই ২০১৪ সালে।

পঞ্চম সুবিধাটি হলো, আমেরিকা অনেক আগে থেকেই মূল প্রযুক্তিতে (জৈব, ন্যানো, তথ্য) এগিয়ে আছে। চীন গবেষণা ও উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করছে। দেশটি এখন পেটেন্টের ক্ষেত্রে ভালো স্কোর করেছে। কিন্তু তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে নিজের গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো মার্কিন প্রতিষ্ঠানের অনেক পেছনে রয়েছে।

সর্বশেষ সুবিধা হলো, আন্তর্জাতিক জরিপ অনুযায়ী, সফট পাওয়ার দিয়ে বাকি বিশ্বকে আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে আমেরিকা চীনকে অনেকে পেছনে ফেলে রেখেছে। এসবের আলোকে বলা যায়, একবিংশ শতাব্দীর পরাশক্তির প্রতিযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের হাত এখনো শক্তিশালী রয়েছে। কিন্তু আমেরিকানরা যদি চীনের উত্থান সম্পর্কে হিস্টিরিয়ায় ভোগে কিংবা নিজের ‘শিখর’ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তার কার্ড খারাপভাবে খেলতে পারে।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে শক্তিশালী জোট এবং প্রভাবসহ যেসব দামি কার্ড রয়েছে, সেগুলোকে বর্জন করা আমেরিকার জন্য মারাত্মক ভুল হবে। এটি করা হলে তা আমেরিকাকে আবার মহান করা তো দূরের কথা, বরং তা আমেরিকাকে অনেকটাই দুর্বল করে দিতে পারে।

আমেরিকানরা চীনের উত্থানের চেয়ে দেশে জনতুষ্টিবাদী জাতীয়তাবাদের উত্থানকে বেশি ভয় পায়। ইউক্রেনকে সমর্থন করতে অস্বীকার করা বা ন্যাটো থেকে সরে আসার মতো জনমোহিনী নীতি মার্কিন সফট পাওয়ারের জন্য বড় ক্ষতি করবে।

নভেম্বরে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হলে এই বছরটি আমেরিকান শক্তির জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে। তখন দেশটি সত্যিকারের পতনের দিকে যেতে পারে।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট অনুবাদ

প্রথম নজর

টোল ট্যাক্স নেওয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গোয়ালা গ্রামে

সেখ রিয়াজউদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ১ নং ব্লকের মল্লারপুর থানার গোয়ালা গ্রামে একটি টোল ট্যাক্সকে ঘিরে বিক্ষোভের জের অব্যাহত। আজকে আবার টোল ট্যাক্স অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।
আন্দোলনকারীদের দাবি, জেলা পরিষদের টেন্ডার বা টোকেন অনুযায়ী,মহম্মদবাজারের মাসরা-ঠাকুরপুড়া রাস্তায় টোল ট্যাক্স নেওয়ার কথা থাকলেও পরিবর্তে সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে অন্য রাস্তার উপর টোল ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে। তাদের আরো অভিযোগ, যে ওয়ার্ক অর্ডার রয়েছে সেখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে মাসরা ঠাকুরপুড়া থেকে গনপুর চাঁদনিমোড় রাস্তার টোল তুলতে পারবে। কিন্তু এরা প্রকাশ্যে প্রশাসনের চোখের সামনে মল্লারপুর শালবাদরা যাবার পথে গোয়ালা মোড়ে টোল আদায় করছে।উল্লেখ্য রবিবার উক্ত টোল বন্ধের দাবিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়।
অভিযোগ টোলটি সম্পূর্ণ অবৈধ। প্রশাসনের নজরে আনা স্বত্ত্বেও কাজের কাজ কিছু হয়নি।অভিযোগের প্রেক্ষিতে টোল কর্মী বলেন, "আমরা জেলা পরিষদের নির্দেশে কাজ করি। আমাদের কাছে সব কাগজ আছে। বড় গাড়ি ১৭০ টাকা, ছোটো গাড়ি ৮০ টাকা নেওয়া হয়। প্রতিদিন এই রাস্তায় হাজারের বেশি ডাম্পার পাথর নিয়ে যাচ্ছে।" বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে বীরভূম জেলা পরিষদ। সূত্রের খবর, জেলা পরিষদের দেওয়া টোল আদায়ের সময়সীমা ৬ মাস। অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ২৯ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদ রয়েছে।উক্ত রাস্তার উপর টোল ট্যাক্সের জন্য জেলা পরিষদ এক কোটি টাকার বেশিতে ৬ মাসের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে।.
স্থানীয় জনগণ সহ আন্দোলনকারীদের বক্তব্য প্রশাসনের মদতেই চলছে এই টোল ।ইতিপূর্বে প্রশাসন এসে কিছুক্ষণের জন্য টোল আদায় স্থগিত রাখলেও ফের বেপরোয়া ভাবেই চলছে সেই টোল।

নতুন ছাত্রী আবাসে ছাত্রী শুভেচ্ছায় নেতা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩১শে জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রশাসনিক সভায় এসে জেলায় একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গির চোয়াপাড়া হাই স্কুলে ছাত্রী আবাস উদ্বোধন করেন।তার পরে সোমবার সকালে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ জোনের সভাপতি মাসুম আলী আহামেদ এর নেতৃত্বে আবাসনের ছাত্রীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুল ও পেন দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি তাদের সমস্যার কথা শুনলেন এবং সব রকম সাহায্যর আশ্বাস দেন এদিন ব্লক সভাপতি ।এদিন উপস্থিত ছিলেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বদুলউদ্দীন সেখ,স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোলাম রহমান,অভিভাবক এর সদস্য মাসাদুল্ মন্ডল,সহ জিয়াবুল সেখ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরা।এদিন এই ছাত্রী আবাস চালু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষের পাশাপাশি সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা।
এলাকার অসহায় পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনায় যেনো কোনো কিছু বাধা না হয়ে দাঁড়ায় তাই সংখ্যালঘু দপ্তরের উদ্যোগে এই ছাত্রী আবাস নির্মাণ করা হয়,এই আবাসনের প্রাথমিক ভাবে পঞ্চাশ জন ছাত্রী থাকা ও খায়ার উপযোগী করে তোলা হয়েছে বলে স্কুল সূত্রে জানা যায়।

ক্যানসার সচেতনতা শিবির মহিলাদের নিয়ে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: শিলিগুড়ি সুমিতা ক্যানসার সোসাইটি ও করণদিঘী কালচারাল স্পোর্টস অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী ব্লকের করণদিঘী ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ধানপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে গ্রামের মহিলাদের নিয়ে ক্যান্সার সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় রবিবার।
এ প্রসঙ্গে ক্যানসার সোসাইটির সম্পাদক মদন কুমার ভট্টাচার্য জানান, পঞ্চায়েত স্তরে ক্যান্সারের সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। একটি সেন্টার করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে যেখানে মহিলারা স্বল্প মূল্যে জরায়ুর ক্যান্সারের প্রাথমিক

চিকিৎসা করাতে পারবেন।
করণদিঘী কালচারাল স্পোর্টস অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি রণজিৎ দাস বলেন, আজকের প্রোগ্রামে বহু মহিলার সাড়া পেয়েছি, সফল হয়েছে আজকের প্রোগ্রাম।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুমিতা ক্যানসার সোসাইটির সভাপতি পাপিয়া সেনগুপ্ত, সম্পাদক মদন কুমার ভট্টাচার্য, চেয়ারপারসন সীমা জানা, সোসাইটির সভাপতি রণজিৎ দাস, সঞ্জয় টুডু প্রমুখ।

বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, গ্রামবাসী তালা ঝুলিয়ে দিল পঞ্চায়েতে

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: চুঁচুড়া বিধানসভার অন্তর্গত কোদালিয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন গ্রামবাসীরা।
অভিযোগ এলাকায় জল নিকাশি ব্যাবস্থা বেহাল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ।
ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় কোদালিয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত লেনিননগর ও পল্লীশ্রী দুটি এলাকার বসবাসযোগ্য পরিবেশে নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার দরুন দীর্ঘদিন ধরে নোংরা জল তাদের বসবাসের জায়গায় ঢুকে যায়। কিছু জায়গায় নিকাশি ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলো দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করার ফলে নোংরা জল বেরোনোর পথ প্রায় বন্ধ।
যার ফলে বিগত পঞ্চায়েত ও বর্তমান পঞ্চায়েতের লোককে জানিয়েও কোনরকম সুরাহা আজও পর্যন্ত হয়নি ঐ এলাকায়। বিগত পঞ্চায়েতের প্রধান ও বর্তমান পঞ্চায়েত এর প্রধান সহ স্থানীয় বিধায়ক এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে স্থানীয় মানুষদের নিকাশি ব্যবস্থা সুবন্দোবস্ত করার আশ্বাস দিলেও আজও পর্যন্ত তার ফল প্রকাশ হয়নি। তাই দুই এলাকার মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে আজ পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে, পরে অবশ্য সটাং পঞ্চায়েত অফিসে তালা পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়। তাদের অভিযোগ ছোট ছোট শিশু থেকে এলাকার মানুষজন নোংরা জলে বসবাস করছে। এমনকি তাদের শোয়ার ঘরে পর্যন্ত নোংরা জল ঢুকে যাওয়ার ফলে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া নিয়ে সরকারি নির্দেশিকা ও সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও কোন রকম ভাবে কর্ণপাত করে না পঞ্চায়েত। তাদের দাবি অবিলম্বে তাদের নিকাশী শহ এলাকার সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে হবে। তা না হলে তারা আরো বড় আন্দোলনে সামিল হবে।
স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ আজ সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে ,তাই তারা পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিন স্থানীয় পঞ্চায়েত কে বলা সত্ত্বেও কোনরকম কর্ণপাত না করার ফলেও আজ এই অবস্থা। আমরাও এই পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে স্মারকলিপি জমা দিল কোন রকম কর্ণপাত আজও পর্যন্ত করেনি পঞ্চায়েত।

ভাঙা কাঠের ব্রিজ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত

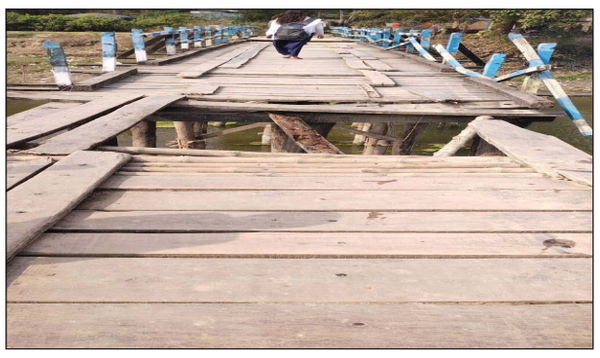

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ও বারুইপুর থানার মধ্যস্থ পিয়ালী নদীর থাকা বেহাল দশা কাঠের সেতুর।আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত এলাকাবাসী ও স্কুলের পড়ুয়াদের। ভগ্নদশা প্রায় কাঠের সেতুটি। এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের কাছে। ক্যানিংয়ের ডেভিসাবাদ, হাটপুকুরিয়া, দক্ষিণ ডেভিসাবাদ,মরাপিয়া, বালুইখাঁকা ও বারুইপুরের জয়াতলা , বিন্দা খালি, উত্তরভাগ, মৌতলা গোড়দা গ্রামের বাসিন্দাদের। আর ওই কাঠের সেতুটি এখন মরণ ফাঁদ এলাকাবাসীর। আর এমনই চিত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ও বারুইপুরের মধ্যস্থ পিয়ালী নদীর উপর কাঠের সাঁকোটি। আর মৃত্যুকে সঙ্গী করে নিত্যদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে দুপারের স্থানীয় বাসিন্দাদের। দিনের বেলায় কোনক্রমে যাতায়াত করলেও রাতের বেলায় তা আরো বিপদজনক হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের ও জয়াতলা হাই স্কুলের পড়ুয়াদেরকে। আর দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ভগ্নদশা প্রায় ওই কাঠের সেতুটি। আর ওই কাঠের সেতুটি উপর দিয়ে নিত্যদিন যাতায়াত , টোটো, মোটর সাইকেল, সাইকেল, অটো। আর প্রায় সময় ঘটছে দুর্ঘটনা। স্থানীয়দের দাবি, সেতুটি দ্রুত সংস্কার করা হোক।

মাজার শরীফে রাস্তার সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার কীর্ত্তিপুর -২ অঞ্চলের খড়িবেড়িয়া মাজার শরীফের রাস্তার শিলান্যাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় সোমবার। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক হাজী নুরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সদস্য তথা কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ প্রমুখ। হাজী নুরুল ইসলামবলেন এই রাস্তাটি বেশ ব্যস্ততম, যে তৎপরতা দেখিয়ে জেলা পরিষদের তহবিল থেকে কাজের সূচনা হল তা প্রশংসনীয়। উক্ত রাস্তাটি তৈরির অন্যতম উদ্যোক্তা তথা উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলেন মানুষের পরিষেবা দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই যেকোন প্রকারে সাধারণ মানুষের জন্য সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করাই জনপ্রতিনিধিদের কাজ। স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান দক্ষ সংগঠক ফারহাদ। আগামী দিনে আর বেশী উন্নয়নের জন্য যা যা প্রয়োজন তা করতে বদ্ধ পরিকর মা মাটি মানুষের সরকার।

ফ্রি কোচিং এসসি শিশুদের

এম মেহেদী সানি ● বাদুড়িয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত চাতরা ঘোষপুর লালকুঠি সংলগ্ন এলাকার পিছিয়ে পড়া আদিবাসী পরিবারে শিক্ষার আলো জ্বালাতে উদ্যোগী হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বছর তিনেক আগে সেই সমস্ত পরিবারের প্রায় অর্ধশতাধিক শিশুদের নিয়ে ফ্রী কোচিং সেন্টারের উদ্বোধন করে ওই সংস্থার প্রধান সোনালী মিস্ত্রি । জানা গিয়েছে আদিবাসীদের মধ্যে এই প্রজন্মের অনেক শিশু প্রথম স্কুলে যাচ্ছে। যে সমস্ত আদিবাসী পরিবার গুলোর অবস্থা সংকটজনক, বলা চলে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, অনেক অভিভাবক মাদকাসক্ত। এবার সেই সমস্ত আদিবাসী শিশুদের পাশে দাঁড়ালেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ 'এসিএবি' কনভেনার ইসমাইল সরদার।
ওএদিন তিনি ওই ফ্রি কোচিং সেন্টার পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন, পাশাপাশি সংস্থার হাতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় বেশ কিছু সামগ্রী তুলে দেন ইসমাইল সরদার। শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া অনুশীলনের জন্যও পরামর্শ দেন তিনি।

সচেতনতা শিবির কন্যাশ্রী পড়ুয়াদের নিয়ে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: অযোধ্যা কেডি বিদ্যানিকেতন হাই স্কুলে স্কীম ফর অ্যাডলসেন্ট গার্লস এবং কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতাভুক্ত (এসএজি কেপি) পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মিজানুর রহমান, প্রজেক্ট কো অর্ডিনেটর শাহারুল মন্দল ,শিল্পী বর্মণ, প্রধান শিক্ষিকা নন্দিতা দাস সহ আরো অনেকে।এবিষয়ে মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মিজানুর রহমান জানান, 'স্কুল ক ড্রপ আউট মুক্ত করতে, এলাকায় যাতে আর একটিও বাল্য বিবাহ না হয়, এবং নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, যৌন নির্যাতন বন্ধ করা, গুড টাচ, ব্যাড টাচ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শিশু শ্রমিক প্রথা বন্ধ করতে কি করনীয় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। স্কুলের কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েদের আরো বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় এবং প্রতি মাসে যাতে কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েরা নিজেদের বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে, তাঁর পরামর্শ দেওয়া হয়।'

কলসুর বালিকা বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিবির

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের কলসুর বালিকা বিদ্যালয়ে সোমবার এক স্বাস্থ্য শিবির এবং সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দেগঙ্গা ব্লকের বিশ্বনাথপুর গ্রামীণ হাসপাতালের সহযোগিতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এই স্কুলের পঞ্চম,ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণির ৩৪৬ জন ছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। তাদের ওজন, উচ্চতাও নেওয়া হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের ওষুধ এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।এই স্বাস্থ্য শিবির ছাড়াও এদিন নবম,দশম এবং একাদশ শ্রেণির ১৩৯ জন ছাত্রীকে নিয়ে সচেতনতা শিবিরে মূলত পুষ্টি, ঋতুস্রাব, বাল্য বিবাহ ও গর্ভধারণ ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রীদেরকে অবহিত করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার অনির্বাণ সাহা, ডাক্তার সুস্মিতা সেন, অসীম কুমার চক্রবর্তী, কাউন্সেলর ববিতা চক্রবর্তী।

অভিনব উপায়ে বন দফতরের গাছ হত্যা করার অভিযোগ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বনদপ্তরের গাছ অভিনবভাবে হত্যা করার অভিযোগ একটি হোটেল মালিকের বিরুদ্ধে, ক্ষোভ স্থানীয়দের, অভিযোগ অস্বীকার অভিযুক্তের, তদন্তের আশ্বাস বনদপ্তরের ।
বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের অধীনে বিষ্ণুপুর লাইট হাউজ মোড় সংলগ্ন এলাকায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি হোটেল মালিকের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ স্থানীয়দের, জাতীয় সড়কের পাশে পূর্ত দপ্তরের জায়গায় এবং বনদপ্তর এর জায়গায় বনদপ্তরের একাধিক গাছকে মেঝের উপর রেখে যেভাবে বেআইনিভাবে হোটেল বানানো হয়েছে তা দেখে তাঁরা কার্যত তাজ্জব বনে যান। শুধু তাই নয়। আগুনের ছাই এবং কেরোসিন দিয়ে ধীরে ধীরে যেভাবে একের পর এক গাছ মেরে ফেলা হচ্ছে তা দেখে বনকমিটির সদস্যরা আধিকারিকদের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন। অভিযোগ ওই হোটেল মালিক হোটেলের পেছনে থাকা গাছগুলিকে ভয়ংকর পদ্ধতিতে ধ্বংস করছে, গাছের ভেতরে জ্বালানি পদার্থ ঢুকিয়ে তা রাতের অন্ধকারে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যু হচ্ছে সেই গাছের, এমন কি বেশ কিছু গাছ রয়েছে হোটেলের চালা ভেদ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঘটনা কে কেন্দ্র করে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা এবং বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা হোটেল সংলগ্ন জঙ্গলে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আছে বনদপ্তরের আধিকারিকরা, সরজমিনে বিষয়টি তদন্ত করে দেখেন, এমনকি বিষ্ণুপুরের বিট অফিসার তিনিও বলেন হোটেল মালিকের এই ধরনের কার্যকলাপ ঠিক হয়নি তার বিরুদ্ধে আইন ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাকে নোটিশ দেওয়া হবে। সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন হোটেল মালিক তার দাবি তিনি কিছু জানেন না।

এক হাতে স্যালাইন অন্য হাতে কলম নিয়ে পরীক্ষা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: আচমকা ডাইরিয়ায় আক্রান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। অগত্যা হাসপাতালের বেডে বসে দিচ্ছে বুদবুদের মানকর গার্লস স্কুলের ছাত্রী রক্তিমা ঘোষাল। তার পরীক্ষা দেবার সকল ব্যবস্থা করেছে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক।
জানা গেছে, মানকর গার্লস স্কুলের ছাত্রী রক্তিমা ঘোষাল মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পরেছে মানকর উচ্চ বিদ্যালয়। সেখানে দুটি পরীক্ষা ভালো ভাবে হলেও তৃতীয় পরীক্ষার আগের দিন হঠাৎ করে ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। পরীক্ষা নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে তার পরিবারের সদস্যরা। এর পরই পরিবারের লোকেরা স্কুল পরিচালন সমিতিকে জানানলে তারাই উদ্ধতোন কতৃপক্ষকে জানালে কতৃপক্ষ হাসপাতালের বেডেই পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়।
রক্তিমার বাবা জানান, গতকাল সকাল থেকে তার মেয়ে অসুস্থ হওয়ার কারণে প্রথমে ঔষধের দোকান থেকে ঔষধ এনে খাওয়ান। বিকেল পর্যন্ত তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল না হওয়ায় তাকে মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন। রবিবার রাত্রি দুটো নাগাদ হঠাৎ বমি শুরু হলে তাকে পুণরায় মানকর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে তাকে ভর্তি রেখে শুরু হয় চিকিৎসা। সকালে তার বাবা স্কুল পরিচালন কমিটিকে জানালে তারা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে নির্দেশ পেয়ে হাসপাতালের মধ্যেই তার পরীক্ষার ব্যাবস্থা করা হয়। এরপরই এক হাতে সেলাইন আর এক হাতে পেন নিয়ে পরীক্ষা দিতে শুরু করে রক্তিমা। এদিকে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে বসে থাকতে দেখা যায় তার বাবা ও মাকে।
মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসক উজ্জল চৌধুরী জানিয়েছেন, রক্তিমার কাল থেকেই ডায়রিয়া হয়েছে, রাতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে তার চিকিৎসা শুরু করা হয়। সাথে সাথে আজ তার পরীক্ষার দিতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নজর রাখছে।

উদ্ধার চুরির টাকা ও গহনা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: এবার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার নগদ টাকা ও রুপোর গহনা।এবার গয়নার দোকানের ডাকাতির তদন্তে নেমে বড় সাফল্য পেল বারুইপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হলো প্রচুর রুপোর গহনা ও নগদ টাকা। ধরা পড়েছে এক গহনা ব্যবসায়ী।গত ২৫ শে জানুয়ারি বারুইপুরের ধপধপি এলাকায় একটি গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় ৩১ শে জানুয়ারি আজিজুল ঘরামি নামে গোসাবার বাসিন্দা একজনকে ধরে পুলিশ। তাকে জেরা করেই আরও একজনের খোঁজ মেলে। সোমবার তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌতম

বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ধৃতের নাম সৌম্যজিত মণ্ডল। তার বাড়ি জীবনতলা থানা এলাকায়। তার কাছ থেকে নগদ আশি হাজার টাকা ও কয়েক হাজার টাকার চুরি যাওয়া রুপোর গহনা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, জীবনতলা থানার সরবেড়িয়া এলাকায় গয়নার দোকান রয়েছে সৌম্যজিতের। সে চুরি যাওয়া গহনা কিনেছিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শঙ্খ ঘোষের জন্মদিন পালিত হল বাগনানে

সুরজীৎ আদক ● বাগনান

আপনজন: সোমবার বাগনানে পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজের আয়োজনে এবং পশ্চিমবঙ্গ সাহিত্য মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও সাহিত্য সমালোচক শঙ্খ ঘোষের ৯২ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। পদ্মভূষণ, জ্ঞানপীঠ, সাহিত্য আকাদেমী, রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত শঙ্খ ঘোষের জীবনী নিয়ে এদিন বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান প্রণবেন্দু বিশ্বাস, সভাপতি মধুসূদন বাগ, বিশেষ অতিথি রাজীব শ্রাবণ, চিকিৎসক সৌরেন্দু শেখর বিশ্বাস, শিক্ষক সূর্যশেখর দাস, শিক্ষিকা শ্যামলীবালা বিশ্বাস, সাহিত্যিক হেমন্ত রায়, আয়োজক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষক ও কবি শান্তনু করাতিকে শঙ্খ ঘোষ স্মৃতি সম্মান প্রদান করা হয়।

হায়দরাবাদে বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আবারও ভিনরাজ্যে রাজমিস্ত্রি কাজ করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বহুতল বিল্ডিং থেকে পড়ে মৃত্যু হল ফারাক্কার এক শ্রমিকের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা থানার অর্জুনপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খোদাবন্দপুর এলাকায়। মৃত্যু সংবাদ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্নার রোল পড়েছে পরিবারে। মৃত ওই শ্রমিক যুবকের নাম আব্দুল মান্নান (২২)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৭ দিন আগে নিজ বাড়ি থেকে ফরাক্কার খোদাবন্দপুর থেকে হায়দ্রাবাদে রাজমিস্ত্রি কাজের উদ্দেশ্য রওনা দিয়েছিলো আব্দুল মান্নান। রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ আব্দুলের পরিবারে খবর আসে বহুতলা বিল্ডিংএ কাজ করার সময় হটাৎ নিচে পরে যায় আব্দুল মান্নান। গুরুত্বর জখম অবস্থায় তাকে তড়িঘড়ি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা আব্দুলকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত্যুর খবর বাড়িতে এসে পৌঁছাতে কান্নায় ভেঙে পরে পরিবারের সদস্যরা। শ্রমিক যুবকের মৃত দেহ ময়নাতদন্তের পরেই মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে আসা হবে বলেই জানা গিয়েছে পরিবার সূত্রে। এদিকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ফরাক্কা থানার খোদাবন্দপুর গ্রামে।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালিত হল গাজোলে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার গাজোল ব্লকের বান্ধাইল সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালন। বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে তারা গাজোল শহরে একটি রেলি করেন। গাজোল ব্লক থেকে এ রেলি শুরু হয়ে গাজোল শহর পরিক্রমা করে গাজোল ব্লকে এসে শেষ হয়। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করা হয়। তামাক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন।

মাধ্যমিক ২০২৪

অনুসন্ধান কলকাতার মক টেস্ট

গণিত

গণিত

MATHEMATICS

Time- Three Hours Fifteen Minutes

(First FIFTEEN minutes for reading question paper only)

Full Marks - 90

(নতুন পাঠ্যসূচি)

(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

1. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো- **1×6=6**

i) কোন মূলধন 10 বছরের দ্বিগুণ হলে বার্ষিক সরল সুদের হার

a) 5% b) 10%

c) 15% d)20%

ii) $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণ হলে

(a) $b \neq 0$ (b) $c \neq 0$

(c) $a \neq 0$ (d) কোনোটিই নয়।

iii) O কেন্দ্রীয় বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু A থেকে অঙ্কিত স্পর্শক বৃত্তকে B বিন্দুতে স্পর্শ করে। OB = 5 সেমি, AO =13 সেমি হলে, AB এর দৈর্ঘ্য

(a) 12 সেমি (b) 13 সেমি

(c) 6.5 সেমি (d) 6 সেমি

iv) $2\cos 3\theta = 1$ হলে, θ এর মান-

(a) 10° (b)15°

(c) 20° (d) 30°

v) একটি শঙ্কুর ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা প্রত্যেকটি দ্বিগুণ হলে, শঙ্কুটির আয়তন হয় পূর্বের শঙ্কুর আয়তনের -

(a) 3 গুণ (b) 4 গুণ

(c) 6 গুণ (d) 8 গুণ

vi) 1, 3, 2, 8, 10, 8, 3, 2, 8, 8 -এর সংখ্যাগুরু মান-

(a) 2 (b) 3

(c) 8 (d) 10

2. শূন্যস্থান পূরণ করো (যে কোন পাঁচটি) **1×5=5**

i) সময়ের সঙ্গে কোন কিছুর নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি হলে সেটি _____ বৃদ্ধি।

ii) $(\sqrt{3} - 5)$ -এর অনুবন্ধী করনী _____ ।

iii) একটি বৃত্তস্থ সামান্তরিক একটি _____ চিত্র।

iv) যৌগিক গড়, মধ্যমা, সংখ্যাগুরু মান হলো _____ প্রবণতার মাপক।

v) একটি নিরেট অর্ধগোলকের সমতলের সংখ্যা _____ ।

vi) সূর্যের উন্নতি কোণ 30°থেকে 60°হলে একটি পোস্টের ছায়ার দৈর্ঘ্য _____ পায়।

3. সত্য বা মিথ্যা লেখো (যে কোন পাঁচটি): **1×5=5**

i) চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সুদ আসলের সঙ্গে যোগ হয় সেই কারণে আসলের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

ii) $x \propto z$ এবং $y \propto z$ হলে $xy \propto z$

iii) দুটি অর্ধগোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল এর অনুপাত 4:9 হলে, তাদের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্যের অনুপাত হবে 2:3

iv) একটি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ এর বিপরীত কোণ পরস্পর পূরক।

v) 3, 14, 18, 20, 5 তথ্যের মধ্যমা 18

vi) $(cos0^0 \times cos1^0 \times cos2^0 \times cos3^0 \times \ldots \times cos90^0)$ এর মান 1

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যেকোনো দশটি) **2×10=20**

i) 400 টাকার 2 বছরের সমূল চক্রবৃদ্ধি 411 টাকা হলে, বার্ষিক শতকরা চক্রবৃদ্ধি সুদের হার কত?

ii) একটি অংশীদারি ব্যবসায় তিনজনের মূলধনের অনুপাত 3:8:5 এবং প্রথম ব্যক্তির লাভ তৃতীয় ব্যক্তির লাভের থেকে 60 টাকা কম হলে, ব্যবসায় মোট লাভ কত হয়েছিল?

iii) $x^2 + ax + 3 = 0$ সমীকরণের একটি বীজ 1 হলে, a -এর মান নির্ণয় করো।

iv) $x \propto y^2$ এবং $y = 2a$ যখন $x = a$ এর x ও y এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো।

v) AOB বৃত্তের একটি ব্যাস। C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। $\angle OBC = 60°$ হলে , $\angle OCA$ এর মান নির্ণয় করো।

vi) দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 8 সেমি ও 3 সেমি, তাদের কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব 13 সেমি। বৃত্ত দুটির একটি সরল সাধারণ স্পর্শকের এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

vii) 72°এর বৃত্তীয় মান নির্ণয় করো।

viii) $\cot\theta$ ও $\sec\theta$ কে, $\sin\theta$ এর মাধ্যমে প্রকাশ করো।

ix) একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের উচ্চতা 14 সেমি এবং বক্রতলের ক্ষেত্রফলের 264 বর্গ সেমি হলে, চোঙটির আয়তন কত?

x) একটি আয়তঘনের তলসংখ্যা= x, ধার সংখ্যা = y, শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা = z এবং কর্ণের সংখ্যা = p হলে $x - y + z + p$ এর মান কত?

xi) কোন রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 12 সেমি ও 16 সেমি হলে, রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

xii) যৌগিক গড় 6 হলে, P এর মান নির্ণয় করো:

x_i	2	6	8	9	11	4
f_i	7	8	3	P	4	8

5) যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **5×1=5**

i) কোন মূলধন একই বার্ষিক শতকরা সরল সুদের হারে 7 বছরের সুদে-আসলে 7100 টাকা এবং 4 বছরের সুদে-আসলে 6200 টাকা হলে মূলধন ও বার্ষিক শতকরা সরল সুদের হার নির্ণয় করো।

ii) বছরের প্রথমে প্রদীপবাবু ও আমিনা বিবি, যথাক্রমে 24000 টাকা ও 30000 টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। পাঁচ মাস পর প্রদীপবাবু আরও 4000 টাকা মূলধন দেন। বছরের শেষে 27716 টাকা লাভ হলে, কে, কত টাকা লভ্যাংশ পাবেন?

6) যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3×1=3**

i) সমাধান করো:

$\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = 2\frac{1}{12}, x \neq 0, x = -1$

ii) দুই অঙ্কের একটি সংখ্যার দশকের ঘরের অঙ্ক এককের ঘরের অঙ্ক অপেক্ষা 3 কম। সংখ্যাটি থেকে উহার অঙ্কদুটির গুণফল বিয়োগ করলে বিয়োগফল 15 হয়। সংখ্যাটির এককের ঘরের অঙ্ক হিসাব করে লেখো।

7) যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3×1=3**

i) সরল করো:

$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} - \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}} + \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$

ii) $a \propto b$ এবং $b \propto c$ হলে প্রমাণ করো যে, $a^3 + b^3 + c^3 \propto 3abc$

8) যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3×1=3**

i) $x: a = y: b = z: c$ হলে দেখাও যে,

$\frac{x^3}{a^3} + \frac{y^3}{b^3} + \frac{z^3}{c^3} = \frac{3xyz}{abc}$

ii) $\frac{x}{y} = \frac{a+2}{a-2}$ হলে দেখাও যে $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} = \frac{4a}{a^2+4}$

9) যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **5×1=5**

i) পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি বিবৃত করো ও প্রমাণ করো

ii) প্রমাণ করো যে, একই বৃত্তচাপের উপর অবস্থিত কেন্দ্রস্থ কোণ সম্মুখ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ।

10) যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3×1=3**

i) প্রমাণ করো যে, কোনো বৃত্তের দুটি সমান জ্যা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী।

ii) O কেন্দ্রীয় বৃত্তের AB ব্যাস। বৃত্তের উপরিস্থিত কোন বিন্দু P থেকে AB ব্যাসের উপর একটি লম্ব PN অঙ্কন করা হল। প্রমাণ কর যে, $PB^2 = AB.BN$

11) যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:- **5×1=5**

i) একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার সমান বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 7 সেমি এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন 45°। ত্রিভুজটির একটি পরিবৃত্ত অঙ্কন করো।

ii) জ্যামিতিক উপায়ে $\sqrt{21}$ এর মান নির্ণয় করো।

12) যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও **3×2=6**

i) দুটি কোণের সমষ্টি 135°এবং তাদের অন্তর $\frac{\pi}{2}$ হলে, কোন দুটির যষ্টিক ও বৃত্তীয়মান হিসাব করে লেখো।

ii) দেখাও যে, $\sin\frac{\pi}{3}\tan\frac{\pi}{6} + \sin\frac{\pi}{2}\tan\frac{\pi}{3} = 2sin^2\frac{\pi}{4}$

iii) $\angle A + \angle B = 90°$ হলে দেখাও যে, $1+\frac{tanA}{tanB} = sec^2A$

13) যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **5×1=5**

i) সূর্যের উন্নতি কোণ 45°থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 60°হলে একটি খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমে যায়। খুঁটিটির উচ্চতা নির্ণয় করো।

ii) দুটি স্তম্ভের উচ্চতা যথাক্রমে 180 মিটার ও 60 মিটার। দ্বিতীয় স্তম্ভটির গোড়া থেকে প্রথমটির চূড়ার উন্নতি কোণ 60^0 হলে, প্রথমটির গোড়া থেকে দ্বিতীয়টির চূড়ার উন্নতি কোণ হিসাব করে লেখো।

14) যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও **4×2=8**

i) একটি সমকোণী চৌপল আকারের বাক্সের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত 3:2:1এবং উহাদের আয়তন 384 ঘন সেমি হলে, বাক্সটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল কত?

ii) একটি লম্ব চোঙাকৃতি স্তম্ভের বক্রতলের ক্ষেত্রফল 264 বর্গমিটার ও আয়তন 924ঘন মিটার হলে, ঐ স্তম্ভের ব্যাসের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা নির্ণয় করো।

iii) লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কু আকৃতির একটি তাঁবু তৈরি করতে 77 বর্গমিটার ত্রিপল লেগেছে। তাঁবুটির তির্যক উচ্চতা যদি 7 মিটার হয়, তবে তাবুটির ভূমিতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

15) যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

i) নীচের প্রদত্ত তথ্যের যৌগিক গড় 15 হলে, P এর মান নির্ণয় করো:

চল	5	10	15	20	25
পরিসংখ্যা	6	P	6	10	5

ii) নীচের তথ্যের মধ্যমা নির্ণয় করো:

শ্রেণি-সীমা	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30
পরিসংখ্যা	2	3	6	7	5	4

iii) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজনের সংখ্যাগুলো মান নির্ণয় করো:

শ্রেণি	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
পরিসংখ্যা	5	12	18	28	17	12	8

ওষুধের ক্যাপসুল: দুটি ভিন্ন রঙের হয় কেন?

আপনজন ডেস্ক: জীবন যাপনের পরিক্রমায় আমরা কখনো কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাই সুস্থ রাখতে ওষুধ বা ক্যাপসুলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে আপনি কি কখনো লক্ষ্য করেছেন ক্যাপসুলের দুটি অংশ ভিন্ন রঙের হয় কেন?
তবে অনেকেই ডিজাইন বলে মনে করেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল। এর পেছনে রয়েছে এক বিশেষ কারণ জানলে আপনিও অবাক হবেন।
আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন ক্যাপসুলের দুটি অংশ থাকে এবং উভয়ের রঙ কিন্তু আলাদা। বড় অংশটিকে বলা হয় 'ক্যাপ' এবং ছোট অংশটি 'কন্টেইনার'। একটি অংশে ওষুধ রাখা হয় এবং অন্য অংশটি দিয়ে আবৃত থাকে। কখনো ক্যাপসুলটি খুললে দেখবেন, একটি অংশে ওষুধ এবং আরেকটি অংশ খালি।
ক্যাপসুলের ক্যাপ ও কন্টেইনার ভিন্ন রঙের হয় যাতে ক্যাপসুল সংযোজন করার সময় কোম্পানিতে কর্মরত কর্মচারীদের ভুল বোঝাবুঝি না হয়। এমনটা না হলে, ক্যাপসুল সংযোজন করতে বেশি সময় লাগবে আবার অনেক সময় ভুলও হতে পারে।
তবে শুধুমাত্র ক্যাপসুলের ক্যাপ ও কন্টেইনারের রঙ ভিন্ন রাখতে ওষুধ কোম্পানিগুলোকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। একইসঙ্গে ক্যাপসুলের রঙকে উজ্জ্বল করারও একটি অদ্ভুত কারণ রয়েছে। আসলে মানুষ রঙচঙে জিনিস বেশি পছন্দ করে এবং আস্থাও রাখে। রোগ সারানোর ক্ষেত্রেও এই দাওয়াই প্রয়োগ করা হয়েছে ক্যাপসুলে।
তবে এও জেনে রাখা উচিত, ক্যাপসুল জেলেটিন ও সেলুলোজ দ্বারা তৈরি করা হয়। সম্প্রতি বহু দেশে জেলেটিন দিয়ে ক্যাপসুল তৈরি করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জেলেটিনের বদলে সেলুলোজ দিয়ে ক্যাপসুল তৈরির নির্দেশ জারি করেছে।

রক্তনালিতে ব্লক হলে কী করবেন?

আপনজন ডেস্ক: হার্ট অ্যাটাকের মূল কারণ হলো হার্টের রক্তনালিতে ব্লক হওয়া বা রক্তনালি বন্ধ হয়ে যাওয়া।
কেন হয়
রক্তনালি ব্লক বা হার্ট ব্লকের অনেক কারণ রয়েছে। বংশগত কারণে রক্তনালি ব্লক হতে পারে। যদি কারো বাবা বা ভাইয়ের ৫৫ বছর বয়সের আগে এবং মা বা বোনের ৬৫ বছর বয়সের আগে হার্ট অ্যাটাক হয় তাহলে ধরে নেবেন আপনার বংশগত হার্ট অ্যাটাকের সমস্যা আছে।
সুতরাং ৩০ বছর বয়সের পর থেকেই আপনাকে হার্টের চেকআপে থাকতে হবে এবং রক্ত নালির ব্লক যাতে না হয় সেই জীবনপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে ২০ বছরের পর থেকেই। যাদের ডায়াবেটিস আছে এবং ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাদের রক্তনালি ব্লক হতে পারে। তাই ২৪ ঘণ্টাই যাতে আপনার সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবেন। যাঁরা ধূমপান করেন তাঁদের হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আশঙ্কা অনেক।
তাই ধূমপান আজই বন্ধ করুন। এমনকি আপনার কাছে বসেও কাউকে ধূমপান করতে দেবেন না। এটাতে প্যাসিভ স্মোকিং হয়। এতেও আপনার ক্ষতি হতে পারে। যাদের হাইপ্রেসার আছে তাদেরও রক্তনালিতে ব্লক হতে পারে। তাই প্রেসারের ওষুধ কখনো বাদ দেওয়া যাবে না। বয়সের কারণেও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। রক্তনালি ব্লকের আরেকটি কারণ হলো রক্তের অতিরিক্ত কোলেস্টেরল। কোলেস্টেরল বেশি থাকলে রক্তনালির ভেতরে তা জমে ব্লক তৈরি করে।
যারা শর্করাজাতীয় কিংবা মিষ্টিজাতীয় খাবার এবং চর্বিজাতীয় খাবার বেশি খায় তাদের রক্তের কোলেস্টেরল বেড়ে গিয়ে রক্তনালি ব্লক হতে পারে। কিছু রোগ আছে, যেগুলো শরীরে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ তৈরি করে সেগুলো থেকেও রক্তনালিতে ব্লক হতে পারে।
কিভাবে বুঝবেন আপনার রক্তনালিতে ব্লক থাকতে পারে
হার্টের রক্তনালিতে ব্লক থাকলে বুকে ব্যথা হয় এবং শ্বাসকষ্ট হয়। এসব রোগী একটু পরিশ্রম করলেই তাদের বুকে ব্যথা চলে আসে। অতি অল্প পরিশ্রমেই তারা হাঁপিয়ে যায় অথবা শ্বাসকষ্ট হয়। হার্টের কিছু টেস্ট আছে যেমন–ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম, ইটিটি ও এনজিওগ্রাম। এগুলো করে হার্টের ব্লক বা রক্তনালির ব্লক নির্ণয় করা যায়।
চিকিৎসা
রক্তনালির ব্লক বা হার্টের ব্লক হলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এর রয়েছে চারটি চমৎকার ও কার্যকর চিকিৎসা :
লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, এর মানে হলো ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ।
হার্টের ওষুধ।
স্টেন্টিং বা রক্তনালিতে রিং লাগানো।
বাইপাস সার্জারি বা ওপেন হার্ট সার্জারি।

অল্টারনেটিভ মেডিসিন

স্মৃতিশক্তি বাড়াতে যে সুপারফুডগুলো খাদ্যতালিকায় রাখবেন

আপনজন ডেস্ক: মানুষের শরীরের সামগ্রিক বিকাশ নির্ভর করে মস্তিষ্কের উপর। যার মস্তিস্ক যত তীক্ষ্ণ তার স্মৃতিশক্তি তত ভালো। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ক্ষয় হওয়া স্বাভাবিক। যে সুপারফুডগুলো মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে তা জেনে নিন-
ব্লুবেরি
ব্লুবেরিতে বিদ্যমান অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কারনে এটি "ব্রেইনবেরি " নামেও পরিচিত। বিশেষজ্ঞরা বলেন প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় ব্লুবেরি রাখলে এটি আমাদের মস্তিষ্কের বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকি কমায়। সেসঙ্গে স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।
চর্বিযুক্ত মাছ
বিভিন্ন ধরনের চর্বিযুক্ত মাছ যেমন স্যামন, সার্ডিন ও ট্রাউট ওমেগা-৩ এর প্রধান উৎস। ওমেগা-৩ মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি লোপের শঙ্কা কমায়।
ব্রকলি
ব্রকলিতে থাকা পুষ্টিগুণ মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে বেশ কার্যকারী। এতে বিদ্যমান ভিটামিন কে স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।
ডার্ক চকলেট
ডার্ক চকলেটে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোকোয়া ফ্ল্যাভনয়েড নামে পরিচিত। ৭০% কোকোয়াবিশিষ্ট ডার্ক চকলেট মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সবচেয়ে ভালো কাজ করে।
হলুদ
হলুদে থাকা কারকিউমিন স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি অ্যালঝেইমার্সের মতো রোগ দূর করতে সহায়ক। এজন্য প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় কাঁচা হলুদ রাখুন।

শরীরে 'ভিটামিন ডি' কমে গেলে বুঝবেন কীভাবে?

আপনজন ডেস্ক: 'ভিটামিন ডি' এর অভাব প্রভাব পড়ে হাড়ের ঘনত্বে। এর ঘাটতি অস্টিওপরোসিস এবং হাড় ভাঙা রোগের কারণ হতে পারে। এ ভিটামিনকে সানশাইন ভিটামিন বলা হয়। কারণ ত্বক সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসলে শরীর এটি কোলেস্টেরল থেকে তৈরি করে। উল্লেখ্য, সূর্যালোক বা খাবার থেকে শরীর পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি না পেলে নানা ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়।
শরীরে কী কারণে ভিটামিন ডি এর ঘাটতি হতে পারে?
গায়ে একেবারেই রোদ না লাগালে বা সবসময় সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে ভুগতে পারেন ভিটামিন ডি এর অভাবে। এছাড়া দুধের অ্যালার্জিতে ভোগার কারণে অনেকে দুধ ও দুধজাতীয় খাবার খেতে পারেন না। তাদের এই ভিটামিনের অভাব হতে পারে। সবসময় নিরামিষ খাবার খেলেও ভিটামিন ডি কমে যাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।
শরীরে ভিটামিন ডি কমে গেলে কীভাবে বুঝবেন?
ভিটামিন ডি শক্তিশালী হাড়ের জন্য অপরিহার্য। কারণ এটি শরীরকে খাদ্য থেকে ক্যালসিয়াম ব্যবহার করতে সাহায্য করে। ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি রিকেটস রোগের কারণ হতে পারে। এটি এমন একটি রোগ, যেখানে হাড়ের টিস্যু সঠিকভাবে খনিজকরণ করে না, যা নরম হাড় এবং হাড়ের বিকৃতির জন্য দায়ী। জেনে নিন কোন কোন লক্ষণে বুঝবেন এই ভিটামিনের ঘাটতিতে ভুগছেন।
(১) ঘন ঘন অসুস্থতা বা সংক্রমণ: ভিটামিন ডি এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলোর মধ্যে একটি ছে ইমিউন স্বাস্থ্যকে সমর্থন করা, যা আপনাকে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। ভিটামিন ডি সরাসরি কোষের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেগুলো সংক্রমণ মোকাবিলার জন্য কাজ করে। আপনি যদি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন, বিশেষ করে সর্দি-কাশি বা ফ্লুতে ভোগেন তবে ভিটামিন ডি-এর কম মাত্রা এর কারণ হতে পারে।
(২) ক্লান্ত বোধ করা: বিভিন্ন কারণে ক্লান্ত লাগতে পারে, যার মধ্যে একটি হতে পারে ভিটামিন ডি এর অভাব। মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা এবং অনিদ্রার মতো দৃশ্যমান কারণগুলো এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
(৩) হাড় ও পিঠে ব্যথা: হাড় এবং পিঠের নিচের ব্যথা অপর্যাপ্ত ভিটামিন ডি মাত্রার লক্ষণ হতে পারে। ভিটামিন ডি শরীরের ক্যালসিয়াম শোষণ উন্নত করে হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
(৪) বিষণ্ণতা: ভিটামিন ডি এর অভাবের সঙ্গে বিষণ্ণতার সম্পর্ক রয়েছে। বিষণ্ণতার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হতে পারে ভিটামিন ডি এর অপর্যাপ্ত মাত্রা।
(৫) দেরিতে ক্ষত নিরাময় হওয়া: অস্ত্রোপচার বা আঘাতের পরে ধীরে ধীরে ক্ষত নিরাময় হওয়া ভিটামিন ডি অভাবের লক্ষণ হতে পারে। ভিটামিন ডি যৌগগুলোর উৎপাদন বাড়ায় যা ক্ষত নিরাময় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নতুন ত্বক গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে এবং সংক্রমণ মোকাবিলায় ভিটামিন ডি এর ভূমিকা সঠিক নিরাময়ের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
(৬) হাড়ের ক্ষয়: ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম শোষণ এবং হাড়ের বিপাক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ একই সময়ে ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়াম গ্রহণ শরীরকে সর্বাধিক শোষণ করতে সহায়তা করে। হাড়ের ঘনত্ব হ্রাস পাওয়ার মানে হচ্ছে হাড় ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য খনিজ হারিয়েছে। এটি বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের, বিশেষ করে নারীদের ফ্র্যাকচারের ঝুঁকিতে রাখে।
(৭) চুল পড়া: অনেক খাবার এবং পুষ্টি চুলের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। ভিটামিন ডি এর অভাবে মাত্রাতিরিক্ত চুল ঝরতে পারে।
(৮) পেশী ব্যথা: পেশী ব্যথার কারণ হতে পারে অনেকগুলো। একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে ভিটামিন ডি এর অভাব। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় আক্রান্ত ৭১ শতাংশ লোকের ভিটামিন ডি প্রয়োজনের তুলনায় কম।
(৯) ওজন বৃদ্ধি: স্থূলতার কারণ হতে পারে ভিটামিন ডি এর অভাব। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে করা একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, কম ভিটামিন ডি এবং বর্ধিত ওজনের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে।
(১০) দুশ্চিন্তা: ভিটামিন ডি এর অভাব উদ্বেগজনিত রোগের সঙ্গে যুক্ত। ক্যালসিডিওলের মাত্রা ভিটামিন ডি এর একটি রূপ, উদ্বেগযুক্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি বিষণ্ণতায় আক্রান্তদের মধ্যে এই কম ছিল- এমনটা বলছে এক গবেষণা।

রাতে ভালো ঘুম চাইলে যেসব কাজ জরুরি

আপনজন ডেস্ক: ঘুমের সমস্যা রয়েছে অনেক মানুষের। সারাদিন ব্যস্ত থাকার পরও অনেকের রাতে ভালো ঘুম হয় না। এই সমস্যার জন্য অনেক কিছু দায়ী হতে পারে। তবে একটু চেষ্টা করলে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব।
ভালো ঘুমের জন্য যেসব কাজ করতে পারেন-
রাতে সহজপচ্য খাবার
ভালো ঘুমের জন্য দরকার এটাও মাথায় রাখা যে আপনি সহজপাচ্য খাবার খাচ্ছেন কি-না। ঘুমাতে যাওয়ার আগে ক্যাফাইন জাতীয় জিনিস খাবেন না। খালি পেটে ঘুমোতে যাবেন না।
মানসিক প্রস্তুতি
রাতে ঘুমানোর জন্য খুব বেশি তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। বরং আপনার ঘুম ঘুম ভাব আসলেই বা ঘুমাতে মন চাইলেই বিছানায় যান। এতে করে ঘুমের জন্য মানসিক প্রস্তুতি হবে এবং দ্রুত ঘুম আসবে।
ঘুমের আগে ভারি কাজ নয়
রাতে ঘুমানোর আগে কোনো ভারি কাজ না করাই ভালো। সকালে ওঠার পর থেকে ভারি কাজ করুন। কিন্তু রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে হালকা কাজ করুন।
ঘুমানোর আগে হালকা গান
রাতের খাওয়ার পর ঘুমাতে যাওয়ার আগে টেলিভিশন, মোবাইল বা ল্যাপটপ থেকে দূরে থেকে বরং বই পড়া বা হালকা গান শুনতে পারেন। এতে সহজে ঘুম আসবে।
ঘুমানোর আগে ব্যায়াম নয়
মনে রাখা দরকার যে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত চার ঘণ্টা আগে থেকে কোনো ব্যায়াম করা উচিত নয়। এতে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। হতে পারে, ওয়ার্ক আউট করার জন্য আপনার হয়ত ঘুমই আসবে না।
ডিভাইস সরিয়ে রাখুন
ঘুমের একঘণ্টা আগে থেকে স্মার্ট ফোন, কম্পিউটার, টিভির থেকে দূরে থাকলে ভাল হয়। এগুলো থেকে যে নীল আলো ছড়ায় তা ঘুমোতে দেয় না।
ঘুমকে প্রাধান্য দিতে শিখুন। মনে রাখবেন আর পাঁচটা কাজের মতো ঘুমও আপনার দরকার। শরীর একটি যন্ত্রের মতো। আর সেই যন্ত্রের নিয়মিত বিশ্রাম প্রয়োজন। সেই বিশ্রামটুকু না হলে বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

যেসব খাবার খেলে বাড়বে হ্যাপি হরমোন

আপনজন ডেস্ক: মানবশরীরের অনেকগুলো হরমোনের মধ্যে চারটি মৌলিক হরমোন হলো ডোপামিন, সেরোটোনিন, অক্সিটোসিন ও এন্ডোরফিন- এগুলোই হ্যাপি হরমোন।
শরীরে এদের মাত্রা বেড়ে গেলে আমরা হাসি-খুশি এবং প্রাণবন্ত থাকি। আর কমে গেলে এর উল্টোটা ঘটে অর্থাৎ মন খারাপ হয়। খাবার-দাবারের পাশাপাশি কিছু অভ্যাস আমাদের শরীরে হ্যাপি হরমোনের নিঃসরণ বাড়িয়ে দেয়।
তো এবার জেনে নিই- যেসব খাবার খেলে বাড়বে হ্যাপি হরমোন
(১) মাশরুম: মাশরুম উদ্ভিজ্জ ভিটামিন ডি এর ভালো উৎস। বিষন্নতারোধী গুণাবলির জন্য সর্বজন পরিচিত এটি। মেজাজ নিয়ন্ত্রণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার সেরোটোনিন সংশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত, যা আপনার মানসিক অবস্থাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। সবার পছন্দের পিৎজা, পাস্তা, নুডলস, চাউমিন, স্যুপ থেকে শুরু করে সুস্বাদু স্টার-ফ্রাইতেও মাশরুম বহুল ব্যবহৃত। আপনি চাইলে মাশরুমের আচার তৈরি করে সংরক্ষণও করতে পারেন।
(২) অ্যাভোকাডো: স্বাদের পাশাপাশি অ্যাভোকাডো পুষ্টিগুণে পরিপূর্ণ ভিটামিন বি৩ এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ এই ফল বাংলাদেশে একটু কম সহজলভ্য হলেও কমবেশি সব সুপারশপে পাওয়া যায়।
অ্যাভোকাডো সেরোটোনিন উৎপাদনে অবদান রাখে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে মন ভালো রাখার সঙ্গেও আছে এর সম্পর্ক। সালাদ, স্যান্ডউইচ বা স্ন্যাক হিসেবে অ্যাভোকাডো রাখতে পারেন খাদ্যতালিকায়।
(৩) চেরি টমেটো: ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী চেরি টমেটোতে লাইকোপেন নামক ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট উপস্থিত। আপনার মেজাজকে প্রফুল্ল রাখতে সক্ষম এই চেরি টমেটো। লাইকোপিনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিষন্নতার লক্ষণগুলো হ্রাস করে আপনাকে রাখবে হাসিখুশি। বাচ্চাদের খাবার আকর্ষণীয় ও পুষ্টিকর করতে রাখুন চেরি টমেটো।
(৪) ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকলেটে পাওয়া যায় শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আপনার মেজাজ প্রফুল্ল করার প্রাকৃতিক ক্ষমতা রাখে। এ ছাড়া এতে আছে ট্রিপটোফ্যান, সেরোটোনিন নামক উপাদান, যা সুখ এবং শিথিলতার অনুভূতিতে অবদান রাখে। পছন্দের খাবারের তালিকায় ডার্ক চকলেট রাখতে পারেন।
(৫) বাদাম (কাজুবাদাম ও আখরোট): বাদাম বা আখরোট জাতীয় খাবারেও রয়েছে সেরোটোনিন ও ট্রিপটোফ্যান নামক উপাদান, যা মানসিকভাবে স্বস্তি দেয়। এ ছাড়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও রয়েছে, যা বিষন্নতার ঝুঁকি কমায়। সকালের নাশতা এবং দুপুরের খাবারের মাঝে স্ন্যাক হিসেবে বাদাম রাখুন। অথবা খাবারের সময় সালাদেও বাদাম ব্যবহার করতে পারেন।
(৬)পালংশাক: পালংশাক ফাইবার, ভিটামিন ই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে পালংশাক স্বাস্থ্যকর হরমোন উৎপাদন করে। সালাদ হিসেবেও পালংশাক খেতে পারেন অথবা অন্যান্য শাকের মতো রান্না করেও খেতে পারেন।
(৭) বেরি জাতীয় ফল: স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, রাস্পবেরিসহ বেরিগুলো শুধু সুস্বাদু নয়; বরং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আর ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এই পুষ্টিকর বেরিগুলো মেজাজ ভালো রাখতে এবং বিষন্নতা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এগুলো স্মুদিতে বা সকালের ওটসের টপিং হিসেবে খেতে পারেন।
(৮) কলা: কলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ শর্করা, ভিটামিন এ, বি, সি ও ক্যালসিয়াম, লৌহ ও পর্যাপ্ত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি সেরোটোনিন এবং ডোপামিন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি পুষ্টি উপাদান।
নিউরোট্রান্সমিটারগুলো মেজাজ নিয়ন্ত্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিয়মিত কলা খেয়ে আপনি নিজেকে প্রফুল্ল আর সুস্থ রাখতে পারেন।
(৯) ওটস: ওটস একটি জটিল কার্বোহাইড্রেট। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তা ছাড়া সারা দিনের শক্তির জোগান দেয়। ওটসে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম, যা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে স্থিতিশীল রাখে। ওটস এতটাই স্বাস্থ্যকর খাবার যে একে সুপারফুডও বলা হয়।
(১০) মসুর ডাল: মসুর ডালকে প্রোটিনের পাওয়ার হাউস বলা হয়। এতে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার রয়েছে। এতে থাকা ডোপামিন এবং সেরোটোনিন মেজাজ নিয়ন্ত্রণ এবং সামগ্রিক সুস্থতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিত্যদিনের খাবারের তালিকায় বিভিন্নভাবে মসুর ডাল খেতে পারেন।
উল্লেখ্য, সঠিক খাদ্যাভ্যাস আপনার সুখ ও স্বাস্থ্যের ওপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে। এবং প্রয়োজনীয় খাবার শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকেও উন্নত করতে পারে।

শিশুর অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে ফেলার কিছু সহজ উপায়

আপনজন ডেস্ক: সব মা-বাবাই সন্তানের সুস্বাস্থ্য চায়। কিন্তু তাই বলে কি প্রয়োজনের চাইতে বেশি ওজন হয়ে গেলেও তারা খুশি হন? নাহ, একেবারেই না।
আর তার কারণ হলো অতিরিক্ত মেদ আপনার শিশুটির জন্য হয়ে উঠতে পারে বিপদজনক। আর তাই শিশুর অতিরিক্ত মেদ কমানোর জন্য মা-বাবাকেই সচেতন হতে হবে।
ভাবছেন শিশুর মেদ কমাতে হলে ডায়েটিং করার প্রয়োজন হবে কিনা, তাই না? শিশুর মেদ কমানোর জন্য ডায়েটিং একেবারেই করা উচিত নয়। এতে সন্তানের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আর তাই মেদ ঝরিয়ে ফেলতে হবে ডায়েটিং ছাড়াই।
এবার জেনে নিন শিশুর অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে ফেলার কিছু সহজ উপায়।
ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলুন: আপনার সন্তানকে নিয়ে নিশ্চয়ই প্রায়ই ফাস্টফুড খেতে যাওয়া হয়? পরিবারের সবাই মিলে গ্ল্যামারাস ফাস্টফুডের জমজমাট দোকানগুলোতে কিচ্ছুক্ষণ সময় কাটাতে ভালো লাগাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছেন কি? আপনার কারণেই বাড়ছে আপনার সন্তানের মেদভূড়ি। অথচ কত নিশ্চিন্তে মেয়োনেজের বোতলটা এগিয়ে দিচ্ছেন আপনার সন্তানকে। অথবা ডাবল চীজ বার্গার এর প্লেটটা এগিয়ে দিচ্ছেন সন্তানের সামনে। আপনার সন্তানের অতিরিক্ত ওজন কমাতে চাইলে আপনাকেও এড়িয়ে চলতে হবে ফাস্টফুড। সন্তান যতই জেদ ধরুক, তার কথায় পটে গিয়ে নিয়মিত ফাস্টফুডে খাওয়ার অভ্যাসটা ছেড়ে দিন। প্রথমে আপনার সোনামণিকে রাজি করাতে হিমশিম খেতে হবে। কিন্তু কিছুদিন গেলেই পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবেন আপনি। উচ্চমাত্রার ক্যালরিযুক্ত এই খাবারগুলো খাওয়া কমিয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ালে আপনার সন্তানের অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলতে পারবেন সহজেই।
খেলার সুযোগ দিন: ইটের গাঁথুনির এই শহরে শিশুদের খেলার যায়গার কথা ভাবাটাও বিলাসিতা। কিন্তু বিষয়টা যখন আপনার সন্তানের সুস্বাস্থ্যের তখন সাতপাঁচ ভাবার সুযোগ থাকে না। সন্তানকে একটু খোলা যায়গায় খেলাধুলা করার সুযোগ দিন। প্রতিদিন সম্ভব না হলেও সপ্তাহে অন্তত দুটো দিন খোলা মাঠে খেলার সুযোগ করে দিন তাকে। এতে খেলাধুলার ছলে কিছুক্ষণ ঘাম ঝরানো হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে শরীরের অতিরিক্ত মেদটাও কমবে।
খাবার টেবিলে খাওয়ান: আপনার সন্তানকে টেলিভিশন কিংবা কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে খাওয়ানোড় অভ্যাস করবেন না। এতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খাবার টেবিলে বসে খেলে এই সমস্যাটি এড়ানো যায়। ফলে শারীরিক গঠনে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।
চকলেটের বিকল্প ফল: ছোট শিশুরা মিষ্টি খাবার খেতে ভালোবাসে। আর তাই অভিভাবকরা আদর করে তাদের হাতে চকলেট তুলে দেন। আপনার সন্তানের যদি অতিরিক্ত ওজন থাকে তাহলে আপনার সন্তানকে চকলেট জাতীয় খাবার কমিয়ে তাজা ফল খাওয়ান। সেই সঙ্গে কোমল পানীয় পরিহার করে ফলের জুস খাওয়ানোর অভ্যাস করুন। এতে বেশ দ্রুত ওজনটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে আপনার সন্তানের।
একনাগাড়ে বসে না থাকা: আপনার সন্তান কী ঘন্টার পর ঘন্টা একই যায়গায় বসে কম্পিউটারে গেম খেলে অথবা টেলিভিশনের পর্দার দিকে তাকিয়ে কার্টুন দেখে? যদি আপনার সন্তানের এমন অভ্যাস থেকে থাকে তাহলে জেনে রাখুন তার অতিরিক্ত মেদের এটা একটি অন্যতম কারণ। আর তাই একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে দেখলে তাকে নিয়ে একটু হেটে আসুন অথবা ঘরের ভেতরেই কোনো সহজ কাজ দিন যেটা করতে তাকে কিছুক্ষণ হাটাচলা করতে হবে। এতে আপনার সন্তানের অতিরিক্ত মেদের সমস্যা ধীরে ধীরে কমে যাবে।

শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে আতলেতিকোর সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি রিয়াল মাদ্রিদের

আপনজন ডেস্ক: শেষ সময়ে গোল করে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে পয়েন্ট কেড়ে নেওয়াটা সাম্প্রতিককালে অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু এবার সেই রিয়ালের কাছ থেকেই পয়েন্ট কেড়ে নিল নগর প্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদ। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আজ ২০ মিনিটে ব্রাহিম দিয়াজের করা গোলে এগিয়ে থাকা রিয়াল যখন জয় থেকে মাত্র মিনিটখানেক দূরে, সেই সময়ে গোল করে আতলেতিকোকে একটি পয়েন্ট এনে দেন মার্কোস ইয়োরেন্তে। ১-১ ড্র করেও জয়ের আনন্দ নিয়ে মাঠ ছাড়ে আতলেতিকো।

নিউজার্সিতে ফাইনাল

ড্রয়ের পরেও অবশ্য লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষেই থাকছে রিয়াল মাদ্রিদ। ২৩ ম্যাচ খেলে কার্লো আনচেলত্তির দলের পয়েন্ট ৫৮। সমান ম্যাচ থেকে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে জিরোনা, ৫০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে বার্সেলোনা। চার নম্বরে থাকা আতলেতিকোর পয়েন্ট ৪৮। ম্যাচ শুরুর আগেই একটা বড় ধাক্কা খায় রিয়াল মাদ্রিদ। গা গরম করতে গিয়ে কাঁধে চোট অনুভব করে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বাধ্য হয়ে তাঁকে বেঞ্চে রেখে একাদশ নামান কোচ আনচেলত্তি। অবশ্য ভিনির বদলে নামা দিয়াজই রিয়ালের মুখে হাসি ফোটান ম্যাচের ২০ মিনিটের সময়। গোলটা হয়েছে আতলেতিকোর রক্ষণের ভুলে, তবে দিয়াজের ফিনিশিং ছিল দারুণ। রিয়াল শুরু থেকেই খেলেছে আক্রমনাত্মক, প্রতিপক্ষের গোলমুখে শট নিতে চেষ্টা করেছে। তুলনায় আতলেতিকো শুরু থেকে চেষ্টা করেছে রক্ষন জমাট রেখে খেলতে। তবে পিছিয়ে পড়ার পর ওদেরও আক্রমনাত্মক হতে হয়েছে। রিয়াল আর গোল পায়নি। বরং বিরতির পর মাঠে নেমে কয়েক মিনিটের মধ্যে আতলেতিকোর স্তেফান সাচিভ হেড করে বল পাঠিয়ে দেন রিয়ালের জালে। তবে অফসাইডের কারণে ভিএআরে বাতিল হয়ে যায় সেই গোল। তারপর মনে হচ্ছিল এই ম্যাচে বুঝি আর রিয়ালের জয়টাই নিয়তি। কিন্তু ইয়োরেন্তে যে যোগ হওয়া সময়ে এমন চমকে দেবেন বার্নাব্যুর দর্শকদের তা কে জানত!

লিওনেল মেসির আগমন উপলক্ষে ফুটবলীয় উন্মাদনায় জেগে উঠেছিল হংকং। মেসিকে একনজর দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন হংকংবাসী। গতকাল মেসির খেলা দেখতে হংকং স্টেডিয়ামে ভিড় জমিয়েছিলেন ৩৮ হাজারের বেশি দর্শক।
তবে এই অপেক্ষা শেষ পর্যন্ত হতাশায় পরিণত হয়। যাঁর জন্য এত আয়োজন, সেই মেসিকে মাঠেই নামাননি ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণেই মূলত মাঠে নামা হয়নি মেসির। ৪-১ গোলে মায়ামির জেতা ম্যাচে তিনি বেঞ্চে বসে ছিলেন।

প্রাথমিক স্কুলের রাজ্য স্তরের খেলায় অংশ নিচ্ছে খয়রাশোল ব্লক এলাকার রিমি বাগ্দী

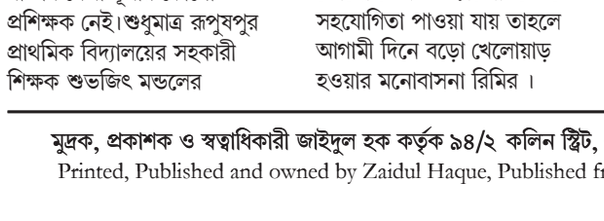

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সদ্য শেষ হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের অঞ্চল,চক্র,মহকুমা সহ জেলা পর্যায়ের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।এরপর আগামী ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্য পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে জেলার অন্যান্য প্রতিযোগীদের পাশাপাশি খয়রাশোল ব্লকের রূপুষপুর গ্রামের পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত রিমি বাগ্দীও অংশ গ্রহণ করবে। এজন্য রিমির বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে পরিবার পরিজন সহ এলাকাবাসী আনন্দিত।জানা যায় রাজ্য স্তরের খেলায় ১০০মিটার দৌড় ও লংজাম্পে অংশ নিবে রিমি। গ্রাম্য দিনমজুরের মেয়ে রিমি বাগ্দীর খেলা ধূলায় কোনো প্রশিক্ষক নেই।শুধুমাত্র রূপুষপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শুভজিৎ মন্ডলের অনুপ্রেরনায় দৌড় এবং লংজাম্প প্র্যাক্টিস শুরু করে বলে রিমির পরিবারের বক্তব্য।
রূপুষপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সোমবার রিমির মনোবল বৃদ্ধি,উৎসাহ প্রদান তথা সার্বিক সাফল্য কামনার্থে ট্রফি,জার্সি,জুতো ব্যাগ সহ নানান উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এদিন উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র দাস,খয়রাশোল চক্রের ক্রীড়া সম্পাদক প্রদীপ মন্ডল,সহকারী শিক্ষক কুন্তল মুখোপাধ্যায়,কল্লোল মন্ডল,শুভজিৎ মন্ডল,পার্শ্ব শিক্ষিকা দীপালী গোস্বামী চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাগন।যদি কোনো স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহলে আগামী দিনে বড়ো খেলোয়াড় হওয়ার মনোবাসনা রিমির ।

বিশাখাপত্তনম টেস্টে ১০৬ রানে জিতে সিরিজে সমতা ভারতের

আপনজন ডেস্ক: গতকাল জেমস অ্যান্ডারসন বলেছিলেন, ৬০-৭০ ওভারের মধ্যে জেতার চেষ্টা করবে ইংল্যান্ড। শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি যখন ক্রিজে এলেন, তখনো ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য দরকার ছিল ১১৮ রান। ম্যাচের পরিস্থিতি এতেই বুঝে যাওয়ার কথা।
ভারত প্রথম ইনিংসে যত করেছিল, চতুর্থ ইনিংসে এসে ইংল্যান্ডকে করতে হতো প্রায় তত রান।
কাজটি সহজ ছিল না মোটেও, তবে 'বাজবল' খেলে চলা ইংল্যান্ড 'আশ্বাস' দিয়েছিল রোমাঞ্চের। শেষ পর্যন্ত বিশাখাপত্তনমে ভারতের সঙ্গে আর পেরে ওঠেনি তারা। ৫ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ১০৬ রানের জয়ে সমতা এনেছে ভারত।
১৫ ফেব্রুয়ারি রাজকোটে তৃতীয় টেস্ট।
জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ৯ উইকেটে ৩৩২ রান। প্রথম সেশনে তারা তোলে ১২৭ রান, তবে বিনিময়ে ভারতকে দিতে হয় ৫ উইকেট। রেহান আহমেদ, ওলি পোপ, জো রুট, জ্যাক ক্রলির পর জনি বেয়ারস্টোর উইকেট নিয়ে ভারত মধ্যাহ্নবিরতিতে যায় সিরিজ ১-১ করার ক্ষেত্রে পরিষ্কার ফেবারিট হয়ে। সেটি দ্রুতই হয়নি, তবে ভারত পেয়েছে প্রত্যাশিত জয়।
সকালে প্রথম ১৭ বলে উঠেছিল ২ রান, এরপর বুমরাকে ড্রাইভ করে ইংল্যান্ডের মনোভাবটা ফুটিয়ে তোলেন ক্রলি। তিনি অবশ্য আক্রমণ করেন সুযোগ বুঝে, রুট-পোপরা তা করেননি। রেহানকে ফিরিয়ে দিনে ভারতের প্রথম ব্রেকথ্রু এনে দেন অক্ষর প্যাটেল, তাঁর নিচু হওয়া বলে ব্যাকফুটে খেলতে গিয়ে এলবিডব্লু হন ইংল্যান্ডের 'নাইটহক'।
রুটের ইনিংস ছিল অদ্ভুত
রুটের ইনিংস ছিল অদ্ভুতএএফপি নেমে দ্রুতই ২০ পেরিয়ে যান পোপ, কিন্তু অশ্বিনকে জোরের ওপর কাট করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনেন। এর আগে রেহানের ক্যাচ ডাইভ দিয়ে নাগাল না পেলেও এবার দারুণ রিফ্লেক্সে পোপেরটি ধরেন অধিনায়ক রোহিত। গতকাল পাওয়া চোটের কারণে মাঠে ছিলেন না ভারতের নিয়মিত স্লিপ ফিল্ডার শুবমান গিল।
আঙুলে চোট পাওয়া রুট এসে প্রথম বলেই রিভার্স সুইপে চার মারেন অশ্বিনকে। এরপর আবার রিভার্স সুইপে মারেন চার, যদিও এ শটে তেমন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। অক্ষরকে এরপর ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসে মারেন ছক্কা। অশ্বিনকে সে শটের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ তোলেন অক্ষরের হাতে। ১০ বল, ১৬ রান, এরপর অদ্ভুত শটে আউট–রুটের ইনিংসই ছিল অদ্ভুত।
এই ডামাডোলের মধ্যে ক্রলি রান করে গেছেন সুযোগ বুঝে, বেয়ারস্টোর সঙ্গে জুটিটাও জমছিল ভালোই। কুলদীপের বলে এলবিডব্লু হয়ে থামতে হয় তাঁকে। ভারত সে উইকেট পায় রিভিউ নিয়ে। খোলা চোখে বল উইকেট মিস করে যাবে বা আম্পায়ার্স কল হবে মনে হলেও উইকেটে হিট করে, ইংলিশদের বিস্ময়ের মাঝে ভারত মাতে উল্লাসে। সেশনের শেষ বলে বেয়ারস্টো হন এলবিডব্লু, এবার বুমরার বলে তাঁকে আউটই দিয়েছিলেন আম্পায়ার। বেয়ারস্টো রিভিউ নেন, কিন্তু লেগ স্টাম্পে হয় আম্পায়ার্স কল।
৪ উইকেট হাতে রেখে ইংল্যান্ডের তখন দরকার ছিল ২০৫ রান, নিশ্চিতভাবেই যা করতে প্রয়োজন ছিল 'স্টোকস-মিরাকল'। সেই স্টোকস বিরতির পর হন রানআউট। বেন ফোকসের সঙ্গে জুটিতে সতর্ক ছিলেন, কিন্তু মুহূর্তের ভুলের খেসারত দিতে হয় ইংল্যান্ড অধিনায়ককে। শর্ট মিডউইকেট থেকে শ্রেয়াস আইয়ারের থ্রো সরাসরি ভাঙে স্ট্রাইক প্রান্তের স্টাম্প।
ভারতকে এরপর অপেক্ষায় রাখে ফোকস ও হার্টলির অষ্টম উইকেট জুটি। শেষ পর্যন্ত ডাক পড়ে বুমরার, তাঁর স্লোয়ারে ফোকস ফিরতি ক্যাচ দিলে ভাঙে তখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ইনিংস-সর্বোচ্চ ৫৫ রানের জুটি। মাঝে অশ্বিন ৫০০তম উইকেট পেয়েই গিয়েছিলেন প্রায়, রিভিউ নিয়ে বাঁচেন হার্টলি।
অ্যান্ডারসনের আগে এবার শোয়েব বশিরকে পাঠায় ইংল্যান্ড, তিনি পরিণত হন ম্যাচে মুকেশ কুমারের প্রথম উইকেটে। বুমরার বলে বোল্ড হয়ে এরপর হার্টলির প্রতিরোধ ভাঙে বর্ধিত সেশনে। ৫০০তম উইকেটের অপেক্ষা বাড়ে অশ্বিনের, তবে এমন জয়ের পর তাতে কোনোই আপত্তি করার কথা নয় তাঁর!
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত: ৩৯৬ ও ৭৮.৩ ওভারে ২৫৫ (গিল ১০৪, শ্রেয়াস ২৯, অশ্বিন ২৯; হার্টলি ৪/৭৭, অ্যান্ডারসন ২/২৯, রেহান ৩/৮৮)।
ইংল্যান্ড: ২৫৩ ও ২৯২ (ক্রলি ৭৩, ডাকেট ২৮, রেহান ২৩, পোপ ২৩, রুট ১৬, বেয়ারস্টো ২৬, স্টোকস ১১, ফোকস ৩৬, হার্টলি ৩৬, বশির ০, অ্যান্ডারসন ৫*; বুমরা ৩/৪৬, মুকেশ ১/২৬, কুলদীপ ১/৬০, অশ্বিন ৩/৭২, অক্ষর ১/৭৫)
ফল: ভারত ১০৬ রানে জয়ী

বিশ্বকাপ ২০২৬: মেক্সিকো সিটিতে উদ্বোধনী ম্যাচ, নিউজার্সিতে ফাইনাল

আপনজন ডেস্ক: অনেক নতুন কিছুর সাক্ষী হতে যাচ্ছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে তিনটি দেশে–কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রে। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলবে ৪৮টি দেশ। প্রথমবারের মতো নকআউট পর্ব শুরু হবে ৩২ দল নিয়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে বিশ্বকাপের ব্যাপ্তি ও ম্যাচের সংখ্যাও। ৩০-৩২ দিনের বদলে আগামী বিশ্বকাপ হবে ৩৯ দিনের, ম্যাচের সংখ্যা ৬৪ থেকে বেড়ে হচ্ছে ১০৪টি!
তবে এত নতুনের মধ্যেও ২০২৬ বিশ্বকাপ ফেরাবে কিছু পুরোনো স্মৃতি। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর উপস্থিতিতে আজ ফিফা টিভি সরাসরি সম্প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে আগামী বিশ্বকাপের বিভিন্ন পর্বের ম্যাচের সূচি ও ভেন্যু ঘোষনা করা হয়েছে। সেখানেই জানানো হয়েছে, ১১ জুন মেক্সিকোর আজতেকা স্টেডিয়ামে হবে ২০২৬ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ, ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। আজকেতা স্টেডিয়ামের চেয়ে বেশি বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করার সৌভাগ্য হয়নি বিশ্বের অন্য কোনো ভেন্যুর। ১৯৭০ সালে সেখানেই ফাইনালে ইতালিকে ৪-১ গোলে হারিয়েছিল ব্রাজিল, পেলে জিতেছিলেন তাঁর তৃতীয় বিশ্বকাপ। এর ১৬ বছর পর এই স্টেডিয়ামেই ডিয়েগো ম্যারাডোনা আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে হয়ে উঠেছিলেন ফুটবল ইতিহাসে সর্বকালের সেরাদের একজন। ১৯৭০ ও ১৯৮৬ বিশ্বকাপের ফাইনাল ছাড়াও এই দুই বিশ্বকাপ মিলিয়ে আরও ১৭টি ম্যাচ হয়েছে মেক্সিকোর এই বিখ্যাত স্টেডিয়ামে।
২০২৬ বিশ্বকাপে হবে উদ্বোধনীসহ মোট পাঁচটি ম্যাচ।
তিনটি দেশের ১৬টি ভেন্যুতে আগামী বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো।
যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৪ বিশ্বকাপের স্বাগতিক হলেও সেই বিশ্বকাপের কোনো স্টেডিয়ামে হবে আগামী বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ। ৮২ হাজার ৫০০ দর্শক ধারণ ক্ষমতার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে এই প্রথম হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপের ম্যাচ।
ফাইনাল ছাড়াও এই স্টেডিয়ামে হবে গ্রুপ পর্বের পাঁচটি, শেষ ৩২ এর একটি এবং শেষ ষোলোর একটি ম্যাচ। সবচেয়ে বেশি ৯টি ম্যাচ হবে ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামে।
১১ জুন ২০২৬ তারিখে শুরু হবে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব, চলবে ২৭ জুন পর্যন্ত। ২৯ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত হবে শেষ ৩২ এর ম্যাচগুলো। মেক্সিকোর গুয়াদালাহারা ও যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া বাদে বাকি ১৪টি ভেন্যুতে হবে এই রাউন্ডের ম্যাচগুলো। লস অ্যাঞ্জেলস ও ডালাসে হবে এই রাউন্ডের দুটি করে ম্যাচ।
৮২ হাজার ৫০০ দর্শক ধারণ ক্ষমতার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হবে ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনাল
৮২ হাজার ৫০০ দর্শক ধারণ ক্ষমতার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হবে ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালফিফা শেষ ১৬ রাউন্ডের খেলা চলবে ৪ থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত। কোয়ার্টার ফাইনাল হবে ৯ থেকে ১১ জুলাই, চারটি ম্যাচের ভেন্যু লস অ্যাঞ্জেলস, কানসাস সিটি, মায়ামি ও বোস্টন।
১৪ ও ১৫ জুলাই দুটি সেমিফাইনাল হবে ডালাস ও আটলান্টায়। তৃতীয় স্থান নির্ধারনী ম্যাচ মায়ামিতে, ১৮ জুলাই।
১৯ জুলাই নিউজার্সির ফাইনাল দিয়ে বিশ্ব পাবে ফুটবলের নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

জয়নগরে বিডিও একাদশ ও থানা একাদশের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: সামনে লোকসভা নির্বাচন। চলছে তাঁরই প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের তরফে নির্বাচন সংক্রান্ত সব ধরনের কাজ সেরে ফেলেছে।যে কোনো সময়ে ভোটের নির্ঘন্ট প্রকাশ হতে পারে। আর নতুন ভোটার ও মহিলা ভোটারদের ভোটদানের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভাবে প্রচারে নেমে পড়েছে নির্বাচন কমিশন। আর তাঁরই অঙ্গ হিসাবে রবিবার জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে জয়নগর ১ নং বিডিও একাদশ ও জয়নগর থানা একাদশের মধ্যে প্রীতিক্রিকেট ম্যাচ হয়ে গেল জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত ফুটবল মাঠে।এদিন জয়নগর ১ নং ব্লকের বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল বিডিও একাদশের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নামেন অপর দিকে জয়নগর থানা একাদশের অধিনায়ক হিসেবে আই সি পার্থ সারথি পাল মাঠে নামেন।এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেন বিডিও একাদশ।তাঁরা নির্ধারিত দশ ওভারে সাত উইকেটে ১১৮ রান করে। আর এই রানের জবাবে মাঠে নেমে জয়নগর থানা একাদশ নির্ধারিত ১০ ওভারে ১১৭ রান করে ৮ উইকেট হারিয়ে।এদিন এই খেলা দেখতে মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১ নং ব্লকের জয়েন্ট বিডিও তনয় মুখার্জি, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হাজী সাইফুল্লা লস্কর, শুকুর আলী,সজল কান্তি সাহা, জয়নগর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর সহ একাধিক পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা এবং জয়নগর থানার বিভিন্ন আধিকারিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।আর এদিন এবিষয়ে জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল বলেন,নতুন ভোটার ও মহিলা ভোটারদের ভোট দানের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক প্রচার কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন এই ক্রিকেট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন,সামনে ভোট সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আর তাই বিডিও ও থানার মধ্যে কাজের মেল বন্ধন বাড়াতে ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে এই ধরনের খেলার প্রয়োজন আছে।আগামী দিনে জয়নগর ১ নং ও ২ নং বিডিও,জয়নগর ও বকুলতলা থানা, জয়নগর বিধায়ক ও জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আর এদিনের এই খেলা দেখতে মাঘের শীতের রৌদ্রে বহু দর্শক উপস্থিত ছিলেন মাঠে। এদিন বিজয়ী ও পরাজিত দলকে ট্রফি তুলে দেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস সহ অন্যান্যরা।

আফ্রিকায় কোচ বিদায়ের হিড়িক

আপনজন ডেস্ক: গত ১১ জুন শুরু হওয়া আফ্রিকান নেশনস কাপের (অ্যাফকন) ৩৪তম আসর এখনো শেষ হয়নি। বাকি আছে সেমিফাইনালসহ চারটি ম্যাচ। এরই মধ্যে কোচ বিদায়ের 'উৎসব' শুরু হয়েছে দেশে দেশে।
টুর্নামেন্ট থেকে দলের বিদায় তো কোচেরও বিদায়, এমন ধারা মেনে এ পর্যন্ত ছয় কোচের চাকরি গেছে, যার সর্বশেষ সংযোজন মিসরের কোচ রুই ভিতোরিয়া। এ ছাড়া আরও একজনের চাকরি গেছে দল টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেওয়ার শঙ্কা জাগতেই।
৭ বারের আফ্রিকান চ্যাম্পিয়ন মিসর এবারের আসরে শেষ ষোলোয় ডিআর কঙ্গোর কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয়। মিসর ফুটবল দল আইভরিকোস্ট থেকে দেশে ফিরলে কোচকে ছাঁটাইয়ের কথা জানায় ইজিপশিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ইএফএ)। শুধু ভিতোরিয়াই নন, তাঁর কোচিং স্টাফে থাকা সব সদস্যের সঙ্গেই চুক্তিতে ইতি টেনেছে মিসর।
সাবেক বেনফিকা কোচ ভিতোরিয়া মিসরের দায়িত্ব নেন ২০২২ সালের জুলাইয়ে। চার বছরের চুক্তি অনুসারে ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকার কথা তাঁর। শুরুটা ভালোও করেছিলেন।
ভিতোরিয়ার অধীনে প্রথম ১৪ ম্যাচের ১২টিতেই জয় পায় মিসর। কিন্তু মোহাম্মদ সালাহদের দলটি আফ্রিকান নেশনস কাপে কাঙ্ক্ষিত ফল পায়নি।

নাঈমুরের ২৪ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙলেন ব্র্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: টেস্ট অভিষেকে অধিনায়ক হিসেবে সেরা বোলিং ফিগারের নতুন রেকর্ড গড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার নিল ব্র্যান্ড, এর আগে যেটি ছিল বাংলাদেশের নাঈমুর রহমানের। মাউন্ট মঙ্গানুইতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে বাঁহাতি স্পিনার ব্র্যান্ড নেন ১১৯ রানে ৬ উইকেট। রাচিন রবীন্দ্রর ডাবল সেঞ্চুরিতে নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসে তোলে ৫১১ রান।
গতকাল পঞ্চম বোলার হিসেবে নিজেকে আনেন ব্র্যান্ড। তবে উইকেটের দেখা পাননি। আজ তাঁর প্রথম উইকেটটি ছিল ড্যারিল মিচেলের। নিউজিল্যান্ডের পরের ৬ উইকেটের ৫টিই নেন ব্র্যান্ড। এসএটি-টোয়েন্টিতে শীর্ষ সারির খেলোয়াড়দের সুযোগ করে দিতে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় সারির দল পাঠিয়েছে নিউজিল্যান্ডে, ফলে তাদের অধিনায়কেরও অভিষেক হয়েছে এ ম্যাচেই। ব্র্যান্ড তাতেই গড়ে ফেললেন রেকর্ড।
এমনিতে উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত বোলিং করে থাকেন এ ২৭ বছর বয়সী। ক্যারিয়ারে এর আগে ৫১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৭২টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। তবে এবারেরটিই তাঁর ইনিংসে সেরা বোলিং ফিগার, আগের সেরা ছিল ৩৫ রানে ৪ উইকেট। ব্র্যান্ড ভাঙলেন বাংলাদেশের নাঈমুরের প্রায় ২৪ বছরের পুরোনো রেকর্ড। ২০০০ সালে ভারতের বিপক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের অভিষেক টেস্টে নাঈমুর ১৩২ রানে নিয়েছিলেন ৬ উইকেট। টেস্ট অভিষেকে অধিনায়ক হিসেবে সেরা বোলিং ফিগার ছিল সেটি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**